*ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় পত্রিকা ॥ সংখ্যা ১০৪ ও ১০৫ (যুক্ত), সেপ্টেম্বর ২০২৪*
*ISSN: 2411-9059, e-ISSN: 3006-3078 DOI : http://dx.doi.org/10.62296/DVP/10405/003*

# শতবছরে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশাসন

**ড. কে এম সাইফুল ইসলাম খান**[১]
**মেহেদী হাসান**[**]

**Abstract**: The establishment of the University of Dhaka was the result of a lot of hard work and many ups and downs. The issues served as the legal basis behind the establishment, the structural changes of the administration during the British, Pakistan and Bangladesh periods, and the contribution of the University Administrators by their tireless work, efforts and wisdom in the past hundred years have mostly remained out of research. It is a dire need to preserve those informations by assembling the documents kept in the Records Branch, Annual Reports and the important publications of the University of Dhaka up-to-date.This research is entirely based on this goal and objective. We feel that it will fulfill our purpose and be a milestone work in the respective sector.

**মুখ্যশব্দঃ** বাংলাদেশ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, আইন, প্রশাসন, প্রশাসক।

---

[1] অধ্যাপক, ফারসি ভাষা ও সাহিত্য বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
[1*] সহকারী অধ্যাপক, ফারসি ভাষা ও সাহিত্য বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

## ১. ভূমিকা

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় উপমহাদেশের অন্যতম প্রাচীন উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠান। এতদঞ্চলের বিভিন্ন উন্নতি অগ্রগতির ক্ষেত্রে এ প্রতিষ্ঠানটি ওতপ্রোতভাবে জড়িত। কিন্তু এ বিশ্ববিদ্যালয়টি সহসাই এ ভূখণ্ডে প্রতিষ্ঠিত হয়নি; বহু মানুষের শ্রম, মেধা ও বন্ধুর পথপরিক্রমার ফসল ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়। বিভিন্ন প্রতিকুল পরিবেশে বিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয় দশকব্যাপী একাধিক কমিটির ব্যাপক কর্মযজ্ঞের মাধ্যমে প্রণীত সুপারিশ, বিধি-বিধান ও আইন-কানুনের মাধ্যমে ঢাকায় এ বিশ্ববিদ্যালয়টি প্রতিষ্ঠা লাভ করে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার আইনগত ভিত্তি এবং ব্রিটিশ, পাকিস্তান ও বাংলাদেশ আমলে বিভিন্ন পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে এ বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশাসনিক কাঠামো, কার্যক্রম, ক্রমবিকাশ ও বিবর্তন সংক্রান্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়াবলি বিক্ষিপ্তভাবে বিভিন্ন রচনায় উল্লেখ থাকলেও তা সর্বদাই একটি একক, ধারাবাহিক ও সমন্বিত গবেষণার বাইরে থেকে গেছে বলে আমাদের পর্যবেক্ষণ। এছাড়া প্রতিষ্ঠার পর থেকে বর্তমান সময় পর্যন্ত শিক্ষা, গবেষণা, জ্ঞান সৃষ্টি ও বিতরণে বিগত শতবছরে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় যে অবদান রেখেছে, তার ভিত্তিমূলে যাঁদের শ্রম, প্রচেষ্টা ও প্রজ্ঞা এর নিয়ামক হিসেবে কাজ করেছে, বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশাসনে দায়িত্ব পালনকারী সে সকল ভাইস চ্যান্সেলর, প্রো-ভাইস চ্যান্সেলর, ট্রেজারার, রেজিস্ট্রার, অনুষদসমূহের ডিন, হলসমূহের প্রভোস্ট, প্রক্টর এবং কন্ট্রোলার অব এক্সামিনেশন সম্পর্কে রেকর্ড শাখায় সংরক্ষিত নথিপত্র, বার্ষিক বিবরণী এবং বিভিন্ন আমলে প্রণীত আইন, আদেশ ও অধ্যাদেশসমূহে বর্ণিত তাঁদের দায়িত্ব সংক্রান্ত তথ্যাবলি যথাযথভাবে লিপিবদ্ধ করে রাখা অত্যন্ত জরুরি একটি বিষয়। শতবর্ষের এ প্রতিষ্ঠানটির এ সংক্রান্ত তথ্যাদি হারিয়ে যাবার পূর্বেই তা গ্রন্থাকারে সংরক্ষিত হয়ে থাকা প্রয়োজন। বক্ষ্যমাণ প্রবন্ধে এ প্রসঙ্গে আলোচনার প্রয়াস নেয়া হয়েছে।

## ২. সাহিত্য পর্যালোচনা

সূচনালগ্ন থেকে শতবর্ষের ঐতিহ্যবাহী ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশাসনিক আইনের ভিত্তি, কাঠামো এবং প্রশাসন ও প্রশাসনিক পদ সংক্রান্ত বিষয়ে সমন্বিতভাবে কোনো একক গবেষণা-প্রবন্ধ অদ্যাবধি রচিত হয়নি। এ সংক্রান্ত যৎসামান্য লেখা আমরা দেখতে পাই, তার অধিকাংশই বিক্ষিপ্ত ও ছড়ানো ছিটানো অবস্থায় এ গবেষণাকর্মের দ্বৈতীয়িক উৎস হিসেবে গৃহীত গ্রন্থাবলিতে বিদ্যমান। বিশ্ববিদ্যালয় নির্দেশিত যথাযথ গবেষণা পদ্ধতি অনুসরণ করে এ বিক্ষিপ্ত কাজগুলোকে প্রাথমিক উৎসসমূহের উপর ভিত্তি করে একত্রিত ও সমন্বিত আকারে বক্ষ্যমাণ গবেষণাকর্মে প্রকাশ করা হয়েছে। এ গবেষণাকর্মের প্রাথমিক উৎস হিসেবে

*Nathan Committee Report 1912 Vol-1, The Calcutta University Commission Report 1920 (Vol-4) Chapter XXXIII The University of Dacca, The Dacca University Act 1920 (Act No. XVIII of 1920), The Dacca University Order 1973 (President's Onder No || of 1973) The Bangladesh Gazette Extraordinary 15 February 1973, The Dacca University Ordinance (East Pakistan Ordinance No. XXIII of 1961) The Dacca Gazette June 29, 1961*, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বর্ষিক বিবরণীসমূহ ও রেকর্ড রুমে সংরক্ষিত নথিপত্র থেকে তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে। এছাড়া ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সংক্রান্ত যেসব গ্রন্থ, প্রবন্ধ, স্মরণিকা ইতঃপূর্বে প্রকাশিত হয়েছে, সেগুলোর মধ্য থেকে এম এ রহিমের *The History of The University of Dacca*, রফিকুল ইসলামের *ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ৮০ বছর*, সৈয়দ আবুল মকসুদ এর *ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ও বাংলাদেশে উচ্চশিক্ষা* এবং বিশেষ করে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার শতবর্ষ উপলক্ষ্যে প্রকাশিত শরীফ উদ্দিন আহমেদ সম্পাদিত *ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ইতিহাস ও ঐতিহ্য* শীর্ষক সংকলনগ্রন্থকে এ গবেষণাকর্মটির দ্বৈতীয়িক উৎস হিসেবে গ্রহণ করা হয়েছে। গবেষণাকর্মটিকে সমৃদ্ধ করার জন্য বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি কর্তৃক প্রকাশিত বাংলাপিডিয়াসহ অন্যান্য সূত্র থেকেও তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে।

**৩. গবেষণা পদ্ধতি**

বক্ষ্যমাণ গবেষণাকর্মটি মূলত বিশ্লেষণাত্মক ও বর্ণনামূলক। প্রাথমিক উৎসসমূহ থেকে তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহের বিষয়টিকে এ গবেষণায় অধিকতর গুরুত্ব প্রদান করা হয়েছে। তবে প্রাথমিক উৎসে প্রাপ্ত তথ্যাদি দ্বৈতীয়িক উৎস থেকে প্রাপ্ত তথ্য-উপাত্তের ভিত্তিতে বিশ্লেষণ ও স্পষ্টতর করার প্রচেষ্টা এখানে করা হয়েছে।

**৩.১. তথ্য-সংগ্রহের উৎস:** এ গবেষণাটি যেহেতু বিশ্লেষণধর্মী ও বর্ণনামূলক, সেহেতু এটা সম্পন্ন হয়েছে প্রাথমিক উৎস থেকে তথ্য-উপাত্ত নিয়ে সংগ্রহ করে। প্রাথমিক উৎস থেকে প্রাপ্ত এসব তথ্য দ্বৈতীয়িক উৎস থেকে প্রাপ্ত তথ্য-উপাত্তের নিরিখে বিশ্লেষণ করে বক্ষ্যমাণ গবেষণাকর্মটি সম্পন্ন করা হয়েছে।

**৪. গবেষণার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য**

উপমহাদেশের অন্যতম প্রাচীন বিশ্ববিদ্যালয় হিসেবে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শতবছরের প্রশাসনের গৌরবোজ্জ্বল ইতিহাস ও ঐতিহ্য সুসমন্বিতভাবে লিপিবদ্ধ থাকা সময়ের একটি অন্যতম দাবি। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার প্রেক্ষপট, এটি প্রতিষ্ঠার আইনি ভিত্তি, বিভিন্ন শাসনযুগে এর প্রশাসনিক কাঠামো ও কার্যক্রমের ক্রমবিকাশ ও বিবর্তন এবং এ বিবর্তন সংঘটনের অন্তরালের নিউক্লিয়াস প্রশাসকবৃন্দ: ভাইস চ্যান্সেলর, প্রো-ভাইস চ্যান্সেলর, ট্রেজারার, রেজিস্ট্রার, অনুষদসমূহের ডিন, হলসমূহের প্রভোস্ট, প্রক্টর এবং কন্ট্রোলার অব এক্সামিনেশনগণ বিগত একশ বছরে বিভিন্ন আমলের অনবরত পরিবর্তনের ভিন্নতা ও বহুমাত্রিকতা আত্মস্থ করে এর প্রশাসনিক কর্মকাণ্ডে দক্ষতার সাথে নেতৃত্ব দিয়ে যাঁরা এ বিশ্ববিদ্যালয়কে একটি পূর্ণাঙ্গ শাসন-কাঠামোয় রূপদান করেছে, তাঁদেরকে একটি সুসমন্বিত গবেষণার আওতায় নিয়ে আসা বিশেষভাবে প্রয়োজন। এ সংক্রান্ত বিষয়ে দিক-নির্দেশনা ও তথ্য-উপাত্ত তুলে ধরে বিচ্ছিন্নভাবে বিভিন্ন প্রকাশনায় কিছু কিছু আলোচনা হলেও আমাদের পর্যবেক্ষণে মনে হয়েছে, প্রয়োজনের তুলনায় তা অপ্রতুল এবং গবেষণাকর্ম হিসেবে অপূর্ণাঙ্গ। এক কথায় বলা যায়, এ সংক্রান্ত আলোচনা একক ও পূর্ণাঙ্গ কোনো গবেষণা-প্রবন্ধে অদ্যাবধি উঠে আসেনি। কাজেই এ লক্ষ্যে একটি সুসমন্বিত ও মানসম্মত গবেষণার যথার্থতা ও যৌক্তিকতা রয়েছে বলে আমরা মনে করি। এ ধরনের একটি গবেষণাকর্ম এ দেশের সচেতন শিক্ষিত এবং শিক্ষানুরাগী মানুষকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতি আরো আগ্রহী করে তুলতে এবং এ বিশ্ববিদ্যালয়কে নিয়ে উচ্চতর গবেষণায় অনুপ্রাণিত করতে একটি বড় নিয়ামকের ভূমিকা পালন করবে বলে আমাদের বিশ্বাস। যে সকল শিক্ষক, গবেষক এবং শিক্ষার্থী দেশের উচ্চশিক্ষাক্ষেত্রে আগামী দিনে ভূমিকা রাখতে চান, এ গবেষণাকর্মটি একটি গুরুত্বপূর্ণ তথ্যসূত্র হিসেবে তাঁদের সহায়তা করবে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আইনগত, একাডেমিক এবং প্রশাসনিক বিষয়ে উচ্চতর গবেষণায় আগ্রহী গবেষকবৃন্দের দিক-নির্দেশনার ক্ষেত্রে বক্ষ্যমাণ গবেষণাকর্মটি পথিকৃতের ভূমিকা পালন করবে।

## ৫. ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়: আত্মপ্রকাশ

"বাংলা প্রদেশে ইংরেজদের আধিপত্য এবং এ অঞ্চলে হিন্দু ও মুসলমান সম্প্রদায়ের মধ্যে আর্থ-সামাজিক সামঞ্জস্য বজায় রাখতে ব্রিটিশ সরকার যতগুলো পদক্ষেপ নিয়েছিল তার মধ্যে শিক্ষাক্ষেত্রে সংস্কার ছিল উল্লেখযোগ্য" (রহমত, ২০২১, পৃ.৬৩)। এ লক্ষ্যে ১৯০৫ খ্রিষ্টাব্দের ১৬ অক্টোবর ব্রিটিশ সরকার বঙ্গ প্রদেশকে ভেঙে পূর্ব বাংলা ও আসামকে একত্র করে একটি নতুন প্রদেশ গঠন করে। 'পূর্ব বাংলা ও আসাম' নামে সৃষ্ট এ প্রদেশের রাজধানী করা হয় ঢাকা শহরকে। ফলে পূর্ব বাংলায় মুসলিম সমাজে নবজাগরণ শুরু হয় এবং সবচেয়ে

বেশি উন্নতি ঘটে শিক্ষাক্ষেত্রে। ফলে নবসৃষ্ট এ প্রদেশে একটি বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা অত্যাবশ্যক হয়ে ওঠে; যদিও "ব্রিটিশ সরকারের এ অঞ্চলে শিক্ষার প্রসারে স্কুল কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় নির্মাণের পরিকল্পনা বঙ্গভঙ্গ ও তা রদের বহু পূর্ব থেকেই ছিল" (রহমত, ২০২১, পৃ.৬৩)। বঙ্গভঙ্গের বেশ পূর্ব থেকেই, বিশেষ করে ১৮৫৩ খ্রিষ্টাব্দে ব্রিটিশ সরকার কর্তৃক কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, বোম্বাই বিশ্ববিদ্যালয় এবং মাদ্রাজ বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার পর মুসলমান বুদ্ধিজীবীদের পক্ষ থেকে শিক্ষায় পিছিয়ে থাকা পূর্ব বাংলার মুসলমানদের জন্য এতদঞ্চলে একটি বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রয়োজনীয়তা এবং তা প্রতিষ্ঠার দাবি উঠতে থাকে (মেহেদী, ২০২২)। তবে পশ্চিমবঙ্গের রাজনীতিবিদ ও বুদ্ধিজীবীদের বিভিন্ন নেতিবাচক রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডের প্রেক্ষাপটে ১৯১১ ডিখ্রষ্টাব্দের ১২ ডিসেম্বর রাজা পঞ্চম জর্জ দিল্লিতে তাঁর রাজ্যাভিষেক দরবারে এক ঘোষণার মাধ্যমে বঙ্গভঙ্গ রদ করলে পূর্ববঙ্গের উন্নয়নের অগ্রযাত্রার গতি স্তিমিত হয়ে পড়ে। পূর্ববঙ্গের মুসলমান নেতৃবৃন্দ এতে চরমভাবে মনঃক্ষুণ্ন হন এবং তাঁদের ক্ষোভ ও হতাশার কথা লর্ড হার্ডিঞ্জের মাধ্যমে ব্রিটিশ সরকারের কাছে ব্যক্ত করেন এবং এর ক্ষতিপূরণ হিসেবে ঢাকায় একটি বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার জোরালো দাবি জানান (Rahim, 2013)।

তাঁদের ক্ষোভ প্রশমনের লক্ষ্যে ১৯১২ খ্রিষ্টাব্দের ২ ফেব্রুয়ারি ভারত সরকার একটি বিবৃতি প্রকাশ করে জানায়, সরকার ঢাকায় একটি বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের জন্য সুপারিশ করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে এবং ভারত সচিব সেটি অনুমোদন করেছেন। এরই জের ধরে ১৯১২ খ্রিষ্টাব্দের ৪ এপ্রিল ভারত সরকার বঙ্গীয় সরকারকে একটি পত্রের মাধ্যমে জানায়, ঢাকায় একটি আবাসিক বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে সরকার যে প্রস্তাব বা রেজ্যুলিউশন গ্রহণ করেছে, বঙ্গীয় সরকার যেন সেটি প্রতিষ্ঠায় আর্থিক সংশ্লেষ ও প্রাক্কলনসহ একটি পূর্ণাঙ্গ প্রস্তাব পেশ করে। "১৯১২ সালের ২৭ মে ব্যারিস্টার রবার্ট নাথানকে প্রধান করে ১৪ সদস্যের একটি কমিটি গঠন করে সরকার। তার কাগুজে নাম ছিল 'ঢাকা ইউনিভার্সিটি কমিটি', কিন্তু তা পরিচিতি পায় 'নাথান কমিটি' নামে" (মকসুদ, ২০২১, পৃ.১৯)। কমিটির প্রতিবেদনে বিষয়টির উল্লেখ রয়েছে এভাবে:

> The Government of India in their letter (No. 811, dated the 4th April 1912) announcing the decision to establish a University at Dacca, afforded a clear indication of their desire to satisfy these new aspirations, and the Resolution of the Government of Bengal (No. 567, dated the 27th of May 1912) appointing us to frame a scheme

for the new University, lays equal emphasis on this aspect of the question (Dacca University Committee, 1912, P.13).

মোট পঁচিশটি উপ-কমিটি থেকে প্রাপ্ত বিভিন্ন ধরনের তথ্য-উপাত্তের ওপর ভিত্তি করে ১৯১২ খ্রিষ্টাব্দের ২৪ ডিসেম্বর নাথান কমিটি বাংলা প্রদেশের সরকারের নিকট ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার জন্য ৫৩ লক্ষ টাকা মূল ব্যয় এবং ১৩ লক্ষ টাকা বাৎসরিক ব্যয় নির্ধারণ করে ২৬টি অধ্যায় বিশিষ্ট একটি প্রতিবেদন পেশ করে (নূরুর, ২০১১)। "ভারত সচিব কর্তৃক ১৯১৩ সালে নাথান কমিটির রিপোর্ট অনুমোদিত হয়" (রহমত, ২০২১, পৃ.৫৩)। এভাবে ঢাকার নবাব স্যার সলিমুল্লাহ, বরিশালের শেরে বাংলা এ কে ফজলুল হক, টাঙ্গাইলের নবাব সৈয়দ নওয়াব আলী চৌধুরীসহ বহু মহৎপ্রাণের নিরলস ও ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় ঢাকায় একটি বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার পথ সুগম হয়।

"তবে ভারত সরকার তখনই অর্থ বরাদ্দ না করায় এবং ১৯১৪ খ্রিষ্টাব্দে প্রথম বিশ্বযুদ্ধ শুরু হওয়ায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার বিষয়টি অনিশ্চিত হয়ে যায়" (মেহেদী, ২০২২, পৃ.৭)। ফলে পূর্ব-বাংলার মুসলিম নেতৃবৃন্দ ও শিক্ষাসচেতন জনগণের মনে ব্রিটিশ সরকার কর্তৃক এ বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার সদিচ্ছার বিষয়ে বিভ্রান্তি ও সন্দেহের জন্ম নেয়, বিশ্বযুদ্ধের স্থিতিকাল প্রলম্বিত হবার কারণে যা ধীরে ধীরে উৎকণ্ঠা ও হতাশায় রূপ লাভ করে।

তবে তাঁদের হতাশার অবসান ঘটিয়ে ১৯১৭ খ্রিষ্টাব্দের ৬ জানুয়ারি ভারতের গভর্নর জেনারেল ও কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের চ্যান্সেলর লর্ড চেমসফোর্ড তাঁর সমাবর্তন ভাষণে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে বিদ্যমান সমস্যাদি অনুসন্ধান ও নিরসনকল্পে বিশেষজ্ঞ মতামত প্রদানের জন্য 'কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কমিশন' গঠন এবং প্রস্তাবিত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের গঠনতন্ত্র ও ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত মূল্যবান পরামর্শ প্রদানের জন্য এ কমিশনের উপর দায়িত্ব অর্পণের বিষয়ে ঘোষণা প্রদান করেন। একই বছরের ২০ মার্চ সৈয়দ নওয়াব আলী চৌধুরী বঙ্গভঙ্গ রদের ক্ষতিপূরণ বাবদ ঢাকায় একটি বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠায় লর্ড হার্ডিঞ্জের প্রতিশ্রুতির কথা স্মরণ করিয়ে সরকার কর্তৃক এ সংক্রান্ত একটি বিল প্রবর্তনের লক্ষ্যে ইম্পেরিয়েল লেজিসলেটিভ কাউন্সিলে একটি প্রস্তাব উত্থাপন করেন (Rahim, 2013)।

১৯১৭ খ্রিষ্টাব্দে ১ সেপ্টেম্বর ভারত সরকার ইংল্যান্ডের লিডস বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক উপাচার্য মাইকেল আর্নেস্ট স্যাডলার-এর নেতৃত্বে ৭ জন সদস্য এবং ১ জন সদস্য সচিব সমৃদ্ধ পূর্বঘোষিত 'কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কমিশন' গঠন করে, যা পরবর্তীকালে 'স্যাডলার কমিশন' নামে পরিচিতি লাভ করে। "এই কমিশন অবিস্মরণীয় কাজ করে। ১৭ মাস অক্লান্ত

পরিশ্রম করে এবং ভারতের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয় পর্যবেক্ষণ করে কমিশনের সদস্যরা ১৩ খণ্ডে তাদের বিরাট প্রতিবেদন জমা দেন" (মকসুদ, ২০১৬, পৃ.৪৭)। কমিশন এ প্রতিবেদনে ঢাকায় একটি বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার সুপারিশ করে।

স্যাডলার কমিশনের প্রতিবেদনের উপর ভিত্তি করে ১৯২০ খ্রিষ্টাব্দে ভারতীয় আইন সভায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় বিল আইনরূপে গৃহীত হয় এবং একই বছরের ২৩ মার্চ ভারতের তৎকালীন গভর্নর জেনারেল কর্তৃক অনুমোদিত হয়ে *The University Act,1920* পাশের মাধ্যমে বহু চড়াই-উৎড়াই পেরিয়ে ১৯২১ খ্রিষ্টাব্দের ১ জুলাই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় আনুষ্ঠানিকভাবে কার্যক্রম শুরু করে (রফিকুল, ২০১২)। বস্তুতপক্ষে, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা ছিল বঙ্গভঙ্গের ফলে পূর্ব-বাংলার মুসলমানদের মধ্যে সৃষ্ট নবজাগরণের অবধারিত ফসল।

"সে-সময়কার ঢাকার সবচেয়ে অভিজাত ও সৌন্দর্যমণ্ডিত রমনা এলাকায় প্রায় ৬০০ একর জমির উপর পূর্ববঙ্গ এবং আসাম প্রদেশ সরকারের পরিত্যক্ত ভবনসমূহ ও ঢাকা কলেজের (বর্তমান কার্জন হল) ভবনসমূহের সমন্বয়ে মনোরম পরিবেশে গড়ে উঠে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়" (বিশ্বজিৎ, ২০২১, পৃ.১৯)। "৩টি অনুষদ, ১২টি বিভাগ, ৬০ জন শিক্ষক, ৮৭৭ জন শিক্ষার্থী (তার মধ্যে ছাত্রীসংখ্যা ছিল ২) এবং ৩টি আবাসিক হল নিয়ে যাত্রা শুরু হয় এ বিশ্ববিদ্যালয়ের" (আখতারুজ্জামান, ২০২১, পৃ. ১৫)। "তদানীন্তন বৃটিশ ভারতের শিক্ষা ব্যবস্থার অনুসরণে এটি স্থাপিত হয়" (সাইফুল, ২০১৮, পৃ.৫৪)।

### ৬. ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশাসনিক আইনের ভিত্তি

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ব্রিটিশ, পাকিস্তান এবং বাংলাদেশ– প্রতিটি আমলেই সুনির্দিষ্ট প্রশাসনিক আইনের ভিত্তিতে পরিচালিত হয়েছে এবং হচ্ছে। ব্রিটিশ আমলে যে আইনের আলোকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা লাভ করে এবং পরিচালিত হয়, সেটি ছিল *The Dacca University Act,1920*। পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর ১৯৬১ খ্রিষ্টাব্দে তৎকালীন সামরিক শাসক জেনারেল আইয়ুব খান কর্তৃক *The University Ordinance, 1961* জারি হবার পূর্ব পর্যন্ত দীর্ঘ ৪০ বছর এ অ্যাক্টটিই ছিল ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশাসনিক আইনের ভিত্তি। পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, *The Dacca University Act,1920* দুটি বিখ্যাত কমিটির সুপারিশের ভিত্তিতে প্রণীত হয়েছিল: ১৯১২ খ্রিষ্টাব্দে গঠিত 'নাথান কমিটি' নামে পরিচিত *দি ঢাকা ইউনিভার্সিটি কমিটি*, ১৯১২ এবং ১৯১৭ খ্রিষ্টাব্দে গঠিত 'স্যাডলার কমিশন' নামে পরিচিত *দি ক্যালকাটা ইউনিভার্সিটি কমিশন*, ১৯২০।

প্রস্তাবিত বিশ্ববিদ্যালয় সম্পর্কে নাথান কমিটির প্রতিবেদনে সুপারিশ ছিল, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় হবে একটি শিক্ষাদানকারী ও আবাসিক বিশ্ববিদ্যালয়, তবে তা ফেডারেল টাইপের হবে না। এটি হবে রাষ্ট্রনিয়ন্ত্রিত এবং সরকারি কর্মকর্তা কর্তৃক পরিচালিত। ঢাকা শহরে অবস্থিত কলেজসমূহ এ বিশ্ববিদ্যালয়ে আওতাভুক্ত থাকবে, শহরের বাইরের কলেজসমূহ এ বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা কার্যক্রমে অন্তর্ভুক্ত হবে না। ঢাকা কলেজ, জগন্নাথ কলেজ, একটি নতুন মানবিকবিদ্যা কলেজ, একটি মুসলিম কলেজ, একটি মহিলা কলেজ, একটি স্বচ্ছল শ্রেণির জন্য কলেজ, একটি প্রকৌশল কলেজ ও একটি শিক্ষকদের (প্রশিক্ষণ) কলেজ এ বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে থাকবে। প্রতিটি কলেজ হবে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের এক-একটি ইউনিট, যেখানে শিক্ষার্থীদের আবাসন ও শিক্ষার ব্যাবস্থা থাকবে। এছাড়া এখানে একটি আইন বিভাগ ও চিকিৎসা শিক্ষা বিভাগ থাকবে এবং কলা ও বিজ্ঞানের স্নাতকোত্তর শ্রেণির শিক্ষার্থীরাও অধ্যয়ন করবে। উল্লিখিত কলেজ ও বিভাগে মোট ২৮৯০ জন শিক্ষার্থী শিক্ষাগ্রহণের সুযোগ পাবে (Dacca University Committee, 1912)। এ প্রতিবেদনে বিশ্ববিদ্যালটির পাঠদানের বিষয়সমূহ ও পাঠদান পদ্ধতি সম্পর্কেও বিশদভাবে উল্লেখ করা হয়। এমনকি জুনিয়র পর্যায়ের স্নাতক শিক্ষার্থীদের কলেজ শিক্ষকগণ এবং সিনিয়র পর্যায়ে সুযোগপ্রাপ্ত মেধাবী স্নাতক শিক্ষার্থীদের বিশ্ববিদ্যলয়ের অধ্যাপকগণ পাঠদান করবেন বলেও উল্লেখ ছিল।

নাথান কমিটির প্রতিবেদন পর্যালোচনা করলে দেখা যায়, এ প্রতিবেদনে প্রস্তাবিত বিশ্ববিদ্যালয়টিকে কেবল একটি পাবলিক বা সরকারি বিশ্ববিদ্যালয় হিসেবে পরিচয় দেয়া হয়েছে; স্বায়ত্বশাসনের বিষয়টি এতে বিবেচনায় আনা হয়নি। এছাড়া এটিকে একটি পূর্ণাঙ্গ আবাসিক বিশ্ববিদ্যালয় হিসেবে প্রস্তাব করা হয়নি; শিক্ষার্থীদের আবাসিক ব্যবস্থা বিশ্ববিদ্যালয়ের আওতাভুক্ত কলেজসমূহে রাখার বিষয়ে উল্লেখ করা হয়েছে। তবে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার প্রাথমিক ইতিবাচক প্রতিবেদন হিসেবে নাথান কমিটির রিপোর্টের গুরুত্ব নিঃসন্দেহে অপরিসীম। বস্তুত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার জন্যই নাথান কমিটি গঠন করা হয়েছিল। শুধু তাই নয়, এই অঞ্চলের শিক্ষার সামগ্রিক অবস্থা, বিদ্যমান সমস্যা ও ভবিষ্যৎ পরিকল্পনাও এ কমিটির প্রতিবেদনে ফুটে উঠেছিল। “ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার জন্য প্রয়োজনীয় ভৌত-অবকাঠামো, অনুষদ, বিভাগ, গবেষণাগার, শিক্ষক নিয়োগ, পাঠদান, পরীক্ষা গ্রহণ, শিক্ষার্থীদের শারীরিক ও মানবিক বিকাশ, ডিগ্রি প্রদান, বিশ্ববিদ্যলয়ের বিভিন্ন প্রশাসনিক কাঠামো, শিক্ষার্থীদের আবাসন ও হলকেন্দ্রিক শিক্ষা ও সহশিক্ষা কার্যক্রম ইত্যাদি বিষয়ে প্রস্তাবিত সুপারিশ নাথান কমিটির দ্বারা সূচিত হয়” (রহমত, ২০২১, পৃ.৬৩)।

নাথান কমিটির রিপোর্টের ২৬টি অধ্যায়ের মধ্যে ২৪তম অধ্যায়টির শিরোনাম ছিল Administration of the University। এতে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশাসনিক কাঠামো সম্পর্কে কমিটির সুপারিশ ছিল–"We therefore recommended that the government of the Dacca University shall be vested in a Chancellor, Vice-Chancellor, Convocation and Council" (Dacca University Committee, 1912, P.130). এখানে প্রশাসক হিসেবে কেবল চ্যান্সেলর ও ভাইস চ্যান্সেলর– এ দুটি পদের উল্লেখই দেখা যায়। তবে বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্মকর্তাদের তালিকায় আরও তিনটি পদের উল্লেখ দেখতে পাওয়া যায়, তা হলো– ওয়ার্ডেন, রেজিস্ট্রার এবং লাইব্রেরিয়ান (Dacca University Committee, 1912, P.139)। নাথান কমিটির সুপারিশকৃত প্রশাসনিক কাঠামো সম্পর্কে এম. এ. রহিমের ভাষ্য:

> According to the Nathan Committee recommendations, the Chancellor, Vice-Chancellor, Convocation and Council were to constitute the University authorities. The Governor of Bengal would be the Chancellor of the University. The Vice-Chancellor would be the chief executive officer appointed by the Government. The Convocation of 140 members would exercise the legislative functions subject to the control of the Government. The Council of 20 with the Vice-Chancellor as Chairman would function as the supreme executive body. In the Convocation and Council provision was made for representation of the Muslims. (Rahim, 2013, P.8)

ঢাকা শহরের রমনায় প্রস্তাবিত বিশ্ববিদ্যালয়ের অবস্থান ও অবকাঠামো সংক্রান্ত নাথান কমিটির প্রতিবেদনের বর্ণনা ছিল নিম্নরূপ:

> The area in question, which is well situated round the southern end of a large maidan, is about 450 acres in extent, and contains the Dacca College, The new Government House, the Secretariet, the Government Press, a number of houses for officers, and other minor buildings; (Dacca University Committee, 1912, P.145)

নাথান কমিটির সুপারিশে ‘কনভোকেশন’ নামে বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য প্রয়োজনীয় আইন প্রণয়নের একটি অঙ্গ এবং ‘কাউন্সিল’ নামে একটি সর্বোচ্চ নির্বাহী সংস্থার কথাও উল্লেখ আছে। তবে ১৯১৪ খ্রিষ্টাব্দে প্রথম বিশ্বযুদ্ধ শুরু হয়ে গেলে বৈশ্বিক এবং উপমহাদেশের অভ্যন্তরীণ রাজনৈতিক অস্থিতিশীল পরিস্থিতির প্রেক্ষাপটে নাথান কমিটির সুপারিশের তাৎক্ষণিক বাস্তবায়ন অনিশ্চিত হয়ে পড়ে।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার পরবর্তী পদক্ষেপ হিসেবে ১৯১৭ খ্রিষ্টাব্দে ইংল্যান্ডের লিডস ইউনিভার্সিটির ভাইস চ্যান্সেলর স্যার মাইকেল স্যাডলার-এর নেতৃত্বে গঠিত কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কমিশন বা স্যাডলার কমিশন পূর্ববর্তী নাথান কমিটির প্রতিবেদন পর্যালোচনাপূর্বক ১৭ মাস নিরলস কর্মযজ্ঞের পর ১৯১৯ খ্রিষ্টাব্দের ১৮ মার্চ সুবিশাল ১৩ খণ্ডে ১৩টি সুপারিশ-বিশিষ্ট চূড়ান্ত প্রতিবেদন ভারত সরকারের নিকট পেশ করে। স্যাডলার কমিশনের প্রতিবেদনের সুপারিশ (সেকশন ২, সুপারিশ ‘এ’-এর ১৯ এবং ‘সি’-এর ৬৫) অনুযায়ী ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রকৃতিতে যে ৪টি গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য পরিলক্ষিত হয়, সেগুলো হলোঃ ১. Unitary (non-affiliating) University তথা একক (কলেজ অধিভুক্তির দায়িত্বমুক্ত) বিশ্ববিদ্যালয়, ২. Teaching University তথা পাঠদানকারী বিশ্ববিদ্যালয়, ৩. Residential University তথা আবাসিক বিশ্ববিদ্যালয় এবং ৪. Autonomous University তথা স্বায়ত্তশাসিত বিশ্ববিদ্যালয় । তবে এটি কোনো সরকারি প্রতিষ্ঠান হবে না (Calcutta, 1920, PP.134, 160)। সেকশন ২-এর সুপারিশ ‘ডি’-এর ৬৮-তে বলা হয়, “The University to be open to all” (Calcutta, 1920, P.163)। ১৯২১ খ্রিষ্টাব্দের ১৭ আগস্ট বিশ্ববিদ্যালয় কোর্টের প্রথম সভায় বাংলার গভর্নর ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম চ্যান্সেলর লর্ড রোনাল্ডসে-এর ভাষণেও এ বক্তব্য প্রতিধ্বনিত হয়, “the University shall be open to all persons of either sex and whatever race, creed or class” (Calendar,1921-24, P.xx)।

প্রস্তাবিত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশাসনিক কর্তৃপক্ষ সম্পর্কে স্যাডলার কমিশনের প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়:

> 168. The authorities of the University of Dacca should be as follows:
>
> The Visitor. The Chancellor. The Vice-Chancellor. The Treasurer. The Resistrar. The Proctor. The Court. The Executive Council. The Academic Council. The Faculties. Bord of studies. The Muslim

Advisory Board. The Residence, Health, and Discipline Board. The Examiation Board. (Calcutta, 1920, P.209)

স্যাডলার কমিশন ভারতের গভর্নর জেনারেলকে প্রস্তাবিত বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিজিটর হিসেবে সুপারিশ করে, যিনি প্রতি পাঁচ বছর পর পর বিশ্ববিদ্যালয় পরিদর্শনে আসবেন এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের যাবতীয় কর্মকাণ্ডের ব্যাপারে খোঁজখবর নিতে পারবেন। আর পদাধিকার বলে বিশ্ববিদ্যালয়ের চ্যান্সেলর হবেন বাংলা প্রদেশের গভর্নর। তিনি হবেন বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রধান এবং নির্বাহী কর্মকর্তা; কোর্টের সভাপতির পদ তিনিই অলংকৃত করবেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস চ্যান্সেলর পাঁচ বছর মেয়াদের জন্য গভর্নর জেনারেল কর্তৃক নিয়োগপ্রাপ্ত হবেন, যিনি নিয়মিতভাবে এ প্রতিষ্ঠানের শিক্ষা ও সামাজিক কার্যক্রম পরিচালনা করবেন। কমিশনের সুপারিশ অনুযায়ী, বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থসংশ্লিষ্ট বিষয়াদি তত্ত্বাবধানের জন্য একজন ট্রেজারার নিয়োগপ্রাপ্ত হবেন যিনি একজন সম্মানিত কর্মকর্তা হিসেবে এক্সিকিউটিভ কাউন্সিলের সদস্য ও অর্থ-কমিটির সভাপতির দায়িত্বও পালন করবেন। এতে আরও সুপরিশ করা হয়, ভাইস চ্যান্সেলরের অধীনে প্রধান দাপ্তরিক কর্মকর্তা ও পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক হিসেবে একজন রেজিস্ট্রার এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের স্থাপনাদি ও সম্পদ তদারকির জন্য একজন স্টুয়ার্ড নিয়োগপ্রাপ্ত হবেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের শৃঙ্খলা নিয়ন্ত্রণের দায়িত্ব প্রদান করা হবে একজন প্রক্টর-এর উপর, যিনি থাকবেন ভাইস চ্যান্সেলরের তত্ত্বাবধানে। বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থাগার পরিচালনার জন্য গ্রন্থতালিকাভুক্তি ও গ্রন্থাগার ব্যবস্থাপনায় দক্ষ একজন লাইব্রেরিয়ান নিয়োগ দেয়ার ব্যাপারেও কমিশন সুপারিশ করে (প্রাগুক্ত, 1920)।

নাথান কমিটি বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন প্রণয়ন ও আর্থিক বিষয় সংক্রান্ত কনভোকেশন নামক একটি অঙ্গের বিষয়ে সুপারিশ করে, যেটিকে স্যাডলার কমিশনে ‘কোর্ট’ নামে অভিহিত করা হয়। কশিমনের প্রতিবেদন অনুযায়ী, কোর্টের সদস্য সংখ্যা হবে ৪০জন, যাঁদের মধ্যে অন্তত ২০জন সদস্য হবেন মুসলমান (প্রাগুক্ত, 1920, P.217)। বিশ্ববিদ্যালয়ের নির্বাহী কর্তৃপক্ষ হিসেবে ১৯ সদস্য-বিশিষ্ট ‘এক্সিকিউটিভ কাউন্সিল’ এবং একাডেমিক বিষয়াদি তদারকির জন্য ‘একাডেমিক কাউন্সিল’ গঠনের সুপারিশও প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়। একাডেমিক কাউন্সিল বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক ও অধিভুক্ত কলেজসমূহের প্রতিনিধিদের সমন্বয়ে গঠিত হবার কথা বলা হয়। এছাড়া অনুষদসমূহ এবং বোর্ড অব স্টাডিজকে বিশেষ একাডেমিক দায়িত্ব প্রদানের কথাও এ প্রতিবেদনে সুপারিশ করা হয় (Rahim, 2013)।

নাথান কমিটির পরিকল্পিত কলেজ পদ্ধতির পরিবর্তে স্যাডলার কমিশন হল পদ্ধতিতে বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার সুপারিশ করে। কমিশনের সুপারিশ অনুযায়ী, বিশ্ববিদ্যালয় আবাসিক হলকেন্দ্রিক হবে। প্রতিটি হল হবে বিশ্ববিদ্যালয়ের আবাসিক ইউনিট, যা শিক্ষার্থীদের সামাজিক ও সাংস্কৃতিক জীবন বিনির্মাণে ভূমিকা রাখবে। প্রত্যেক হলে থাকবে ৪০০ শিক্ষার্থী, যাদের তত্ত্বাবধানে থাকবেন একজন প্রভোস্ট। প্রতিটি হল চার বা ততোধিক হাউসে বিভক্ত হবে, যার প্রতিটির দায়িত্বে থাকবেন একজন হাউস টিউটর। প্রতিটি হলে টিউটোরিয়াল ক্লাস, কমনরুম, লাইব্রেরি ও লেকচার থিয়েটার থাকার কথা উল্লেখ করা হয়। এছাড়া প্রত্যেক হলে ছাত্রসংসদ থাকবে, যার মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের খেলাধুলা, সাহিত্যচর্চা ও অন্যান্য সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ড পরিচালিত হবে। বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঁচ মাইল ব্যাসার্ধের মধ্যে থাকা কলেজগুলোই কেবল ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আওতাধীন থাকবে। উল্লেখ্য, তখন শুধু ঢাকা কলেজ ও জগন্নাথ কলেজই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঁচ মাইলের মধ্যে অবস্থিত ছিল (Calcutta, 1920)।

স্যাডলার কমিশনের গুরুত্বপূর্ণ এ প্রতিবেদনটি ১৯১৯ খ্রিষ্টাব্দের ১১ সেপ্টেম্বর ইম্পেরিয়াল লেজিসলেটিভ কাউন্সিলে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় বিল হিসেবে উত্থাপিত হয়। বিলটি আইনে পরিণত হওয়া এবং এর মাধ্যমে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আনুষ্ঠানিক পথযাত্রার পরিক্রমা সম্পর্কে বাংলাপিডিয়ার ভাষ্য:

> সরকার কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষকে কাউন্সিলে উত্থাপিত বিলটি বিবেচনার জন্য পাঠায়। নভেম্বর মাসের ১ তারিখে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় সিনেট বিলটি পরীক্ষা করার জন্য ৯ সদস্য বিশিষ্ট একটি কমিটি গঠন করে। এই কমিটির এবং কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় সিনেটের একমাত্র বাঙালি মুসলমান সদস্য হিসেবে খান বাহাদুর আহসানউল্লাহ বিলটির পক্ষে জোরালো মত পেশ করেন। সিনেটের অনেক সদস্যদের বিরোধিতা সত্ত্বেও ১৭ থেকে ২০ ডিসেম্বর (১৯১৯) আইনের কিছু কিছু অনুচ্ছেদ, ধারা ও উপধারা সংশোধন পরিমার্জনপূর্বক ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় বিলটির খসড়া সিনেটের সম্মতি লাভ করে। ১৯২০ খ্রিষ্টাব্দের ১২ ফেব্রুয়ারি ভারতীয় আইনসভায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় বিল সিলেক্ট কমিটিতে পাঠানোর সিদ্ধান্ত হয়। ওই বছর ১৮ মার্চ এটি আইনে পরিণত হয়। ১৯২০ খ্রিষ্টাব্দের ২৩ মার্চ 'দি ঢাকা ইউনিভার্সিটি অ্যাক্ট' গভর্নর জেনারেলের অনুমোদন লাভ করে। এ আইন বলে ১৯২১ খ্রিষ্টাব্দের ১ জুলাই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আনুষ্ঠানিক যাত্রা শুরু হয়। কমিশনের ১৩টি সুপারিশের প্রায় সবগুলোই ঢাকা ইউনিভার্সিটি অ্যাক্টে সন্নিবেশিত হয়। (নূরুর, ২০১১, পৃ.৩৯২)

১৯২১ খ্রিষ্টাব্দের ১ জুলাই থেকে ১৯৬১ খ্রিষ্টাব্দের ২৯ জুন *ঢাকা The Dacca University Ordinance*, *1961* জারি হবার পূর্ব পর্যন্ত সুদীর্ঘ ৪০ বছর *The Dacca University Act, 1920*-ই ছিল ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশাসনিক আইনের ভিত্তি। পাকিস্তানি সামরিক শাসক জেনারেল আইয়ুব খান কর্তৃক জারিকৃত *The Dacca University Ordinance*, *1961*-এর মাধ্যমে বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বায়ত্তশাসনকে বতিল করা হয় এবং একে সরাসরি সরকারের তত্ত্বাবধানে নিয়ে আসা হয়, যা ছিল ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বাধীন প্রশাসনের উপর এক চরম আঘাত। এ অধ্যাদেশের উপর ভিত্তি করে ১৯৭৩ খ্রিষ্টাব্দের ১৫ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত প্রায় ১২ বছর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন পরিচালিত হয়। বাংলাদেশ স্বাধীন হবার পর তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী শেখ মুজিবুর রহমান ১৯৭৩ খ্রিষ্টাব্দের ১৫ ফেব্রুয়ারি কালাকানুন-খ্যাত এ অধ্যাদেশকে বাতিল করে *The Dacca University Order*, *1973* প্রবর্তন করেন, যা ১৯৭২ খ্রিষ্টাব্দের ১৬ ডিসেম্বর থেকে কার্যকর বলে নির্দেশিত হয় (Order, 1973)। এ আদেশের মাধ্যমে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় তার স্বায়ত্তশাসন ফিরে পায়। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন বর্তমানে এ আদেশের উপর ভিত্তি করেই পরিচালিত হচ্ছে।

## ৭. ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশাসনিক কাঠামো

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশাসনিক ইতিহাস পর্যালোচনা করলে ব্রিটিশ, পাকিস্তান ও বাংলাদেশ– এ তিনটি আমলে আমরা এর আলাদা আলাদা তিনটি প্রশাসনিক কাঠামোর অস্তিত্ব লক্ষ করি। প্রথম প্রশাসনিক কাঠামোটি দেখতে পাই নাথান ও স্যাডলার কমিশনের উপর ভিত্তি করে প্রণীত ও ব্রিটিশ সরকার কর্তৃক ১৯২০ খ্রিষ্টাব্দে অনুমোদিত *The Dacca University Act, 1920*–এর মধ্যে। দ্বিতীয় প্রশাসনিক কাঠামোটি দেখতে পাওয়া যায় পাকিস্তান আমলে প্রণীত *The Dacca University Ordinance, 1961*– এর মধ্যে এবং সর্বশেষ প্রশাসনিক কাঠামোটি পাওয়া যায় বাংলাদেশ আমলে বঙ্গবন্ধু সরকার প্রণীত *The Dacca University Order, 1973*- এর মধ্যে। এ পর্যায়ে উল্লিখিত প্রশাসনিক কাঠামোগুলির পরিচয় প্রদান করা হলো:

***৭.১. ব্রিটিশ আমল:*** *The Dacca University Act, 1920*– এর ধারা ৮ অনুযায়ী সরকার কর্তৃক নিয়োজিত প্রশাসনিক কর্মকর্তাদের দ্বারা পরিচালিত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশাসনিক কাঠামো ছিল নিম্নরূপ:

(I) The Chancellor, (II) The Vice-Chancellor, (III) The Treasurer, (IV) The Provosts, (V) The Registrar, (VI) The Deans of the Faculties, and (VII) Such other officers as may be decleared by the Statutes to be officers of the University. (Act, 1920, P.27)

ব্রিটিশ আমলের এ অ্যাক্টে প্রো-ভাইস চ্যান্সেলর, প্রক্টর এবং কন্ট্রোলার অব এক্সামিনেশন–এ পদগুলোর উল্লেখ দেখতে পাওয়া যায় না। তবে যেহেতু প্রয়োজন অনুযায়ী যে কোনো পদ তৈরির এখতিয়ার এ ধারার ৭নংয়ে উল্লেখ ছিল, তাই এটির উপর ভিত্তি করে এ আমলেই ১৯২৫ খ্রিষ্টাব্দে প্রক্টর পদ সৃষ্টি করা হয়।

এ অ্যাক্টের প্রশাসনিক কাঠামোতে রাষ্ট্রীয় পদাধিকার বলে ভারতের গভর্নর জেনারেলকে 'ভিজিটর' এবং বাংলার গভর্নরকে 'চ্যান্সেলর' হিসেবে উল্লেখ করা হয়। এছাড়া বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশাসনিক ও একাডেমিক কার্যক্রম পরিচালনার লক্ষ্যে এ অ্যাক্টের ১৫ নং অনুচ্ছেদে কোর্ট, এক্সিকিউটিভ কাউন্সিল, একাডেমিক কাউন্সিল ও ফ্যাকাল্টিসমূহকে বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষ হিসেবে উল্লেখ করা হয় (Act, 1920, P.30)।

এ অ্যাক্ট অনুযায়ী, বিশ্ববিদ্যালয়ের লেজিসলেটিভ বোর্ড হিসেবে স্বীকৃত 'কোর্ট'-এর সভাপতি হবেন চ্যান্সেলর তথা বাংলার গভর্নর। কোর্টের দায়িত্ব হচ্ছে বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য প্রয়োজনীয় আইন প্রণয়ন কিংবা সংশোধন করা, যার প্রতিনিধিত্ব করবেন উপমহাদেশের বিভিন্ন গণ্যমাণ্য ব্যক্তিবর্গ (প্রাগুক্ত)।

**৭.২.** ***পাকিস্তান আমল:*** ব্রিটিশ আমলে প্রণীত *The Dacca University Act, 1920* পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পরও ১৯৬১ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত বলবৎ ছিল। এ সময় তদানীন্তন পাকিস্তান সরকার এ অ্যাক্টটিকে বেশ কয়েক বার সংশোধন করে। তবে পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার ১৪ বছর পর *The Dacca University Ordinance, 1961* জারি করে পাকিস্তান সরকার বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠাকালীন প্রশাসনিক কাঠামোর মধ্যে বেশকিছু পরিবর্তন নিয়ে আসে। এ অর্ডিন্যান্সের ধারা ৯ অনুযায়ী বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশাসন পরিচালনাকর্মে নিয়োজিত প্রশাসনিক কর্মকর্তাদের ক্রমধারা ছিল নিম্নরূপ:

(I) The Chancellor, (II) The Vice-Chancellor, (III) The Treasurer, (IV) The Registrar, (V) The Deans of the Faculties, (VI) The Provosts, (VII) The Inspector of Colleges, (VIII) The Deputy

Registrar, (IX) The Controller of the Examination and (X) Such other officers as may be decleared by the Statutes to be officers of the University. (Ordinance, 1961, PP.1140-1141)

লক্ষণীয় যে, এ অর্ডিন্যান্সে অনেকগুলো নতুন পদ সৃষ্টি হলেও প্রক্টর পদের অস্তিত্ব এখানে নেই। কিন্তু ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বার্ষিক বিবরণীর তথ্য অনুযায়ী, ১৯৬১ খ্রিষ্টাব্দ থেকে ১৯৭৩ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত পর পর মোট ৪ জন ব্যক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রক্টর হিসেবে দায়িত্বরত ছিলেন (বার্ষিক বিবরণী, ১৯৬১-১৯৭৩)। এর দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, ১৯২৫ খ্রিষ্টাব্দে প্রবর্তিত প্রক্টর পদটি তখনো বলবৎ ছিল, কিন্তু তদানীন্তন পাকিস্তান সরকার সম্ভবত এ পদটিকে বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য তেমন গুরুত্বপূর্ণ পদ হিসেবে বিবেচনা করেনি, তাই প্রশাসনিক কর্মকতাদের মধ্যে একে স্থান দেয়নি। তবে নতুন হিসেবে ইন্সপেক্টর অব কলেজেস, ডেপুটি রেজিস্ট্রার এবং কন্ট্রোলার অব এক্সামিনেশন পদসমূহ এ অর্ডিনেন্সে যুক্ত করা হয়।

এ অর্ডিন্যান্সে পূর্ব-পাকিস্তানের গভর্নরকে বিশ্ববিদ্যালয়ের চ্যান্সেলর হিসেবে উল্লেখ করা হয়। এছাড়া সিন্ডিকেট, একাডেমিক কাউন্সিল, ফ্যাকাল্টিসমূহ, কমিটিস অব কোর্সেস, সিলেকশন বোর্ডস, ফিন্যান্স কমিটি এবং প্লানিং অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট কমিটিকে বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষ হিসেবে আইনি স্বীকৃতি প্রদান করা হয়। এ অর্ডিন্যান্সে আরও বলা হয়, সর্বোচ্চ নীতি নির্ধারণী পরিষদ সিন্ডিকেট-এর সভাপতি হবেন ভাইস চ্যান্সেলর (Ordinance, 1961, PP.1141-1144)।

**৭.৩. *বাংলাদেশ আমল:*** ১৯৭১ খ্রিষ্টাব্দে বাংলাদেশ স্বাধীনতা লাভের পর শেখ মুজিব সরকার ১৯৭৩ খ্রিষ্টাব্দে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য *The Dacca University Order, 1973* প্রণয়ন করে। এ অর্ডারের ধারা ৯ অনুযায়ী সরকার নিযুক্ত কর্মকর্তাদের দ্বারা পরিচালিত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশাসনিক কাঠামো নিম্নরূপ:

(*a*) the Chancellor; (*b*) the Vice-Chancellor; (*c*) the Pro-Vice-Chancellor; (*d*) the Treasurer; (*e*) the Registrar; (*f*) the Deans; (*g*) the Inspector of Colleges; (*h*) the Planning and Development Officer; (*i*) the Director of Students Councelling and Guidence; (*j*) the Provosts; (*k*) the Proctor; (*l*) the Deputy Registrar (Academic); (*m*) the Deputy Registrar (Administration); (*n*) the Chief Engineer; (*o*) the *Controller*

of the Examination; (*p*) the University Engineer; (*q*) the Development Officer; (*r*) the Director of Accounts; and (*s*) such other officers as may be decleared by the Statutes to be officers of the University. (Order, 1973, PP.7-8)

এ আদেশে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের প্রেসিডেন্টকে চ্যান্সেলর হিসেবে উল্লেখ করা হয়, যিনি পদাধিকার বলে কনভোকেশনের সভাপতি হিসেবেও দায়িত্ব পালন করবেন। এছাড়া সিনেট, সিন্ডিকেট, একাডেমিক কাউন্সিল, ফ্যাকাল্টিসমূহ, কমিটিস অব কোর্সেস, বোর্ডস অব অ্যাডভান্সড স্টাডিজ, ফিন্যান্স কমিটি, প্লানিং অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট কমিটি এবং সিলেকশন বোর্ডসকে বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষ হিসেবে উল্লেখ করা হয়।

ব্রিটিশ, পাকিস্তান এবং বাংলাদেশ–এ তিন আমলে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য প্রণীত আইনত্রয় পর্যালোচনা করলে দেখা যায়, পূর্বতন দুই আমলে প্রণীত আইনদ্বয়ের চেয়ে বাংলাদেশ আমলে প্রণীত *The Dacca University Order, 1973* আইনটিই ছিল অধিক বিস্তৃত ও পূর্ণাঙ্গতর। একটি আধুনিক বিশ্ববিদ্যালয় পরিচালনায় যেসব পদের অস্তিত্ব থাকা জরুরি, তার প্রতিটি পদের অবস্থানই এ আইনে বিদ্যমান; যার অনেকগুলোরই পূর্ববর্তী আইনদ্বয়ে এমনকি উল্লেখই ছিল না।

### ৮. ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রসাশনিক পদসমূহ

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশাসনিক পদসমূহের মধ্য থেকে যে সকল প্রশাসনিক পদ ও সেসব পদধারী ব্যক্তিবর্গ বক্ষ্যমাণ গবেষণাকর্মের আওতাভুক্ত, এ পর্যায়ে তাঁদের সম্পর্কে আলোকপাত করা হলো:

***৮.১. ভাইস চ্যান্সেলর:*** গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের মহামান্য রাষ্ট্রপতি পদাধিকার বলে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের চ্যান্সেলর বা আচার্য; তবে পদটি প্রকৃতপক্ষে আলংকারিক। চ্যান্সেলর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কেবল নিয়মতান্ত্রিক প্রধান। মূলত চ্যান্সেলর কর্তৃক নিয়োগপ্রাপ্ত ভাইস চ্যান্সেলর বা উপাচার্যই হচ্ছেন বিশ্ববিদ্যলয় প্রশাসনের প্রধান কর্তাব্যক্তি। "ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়-এর প্রশাসনিক কাঠামো, কার্যক্রম ও ক্রমবিকাশের ইতিহাসে উপাচার্যের ভূমিকা পুরোধা স্থানীয়" (ঈশানী ও আজরিন, ২০২১, পৃ.১০২)। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সর্বপ্রথম যে আইনের উপর ভিত্তি করে প্রতিষ্ঠিত ও পরিচালিত হয়েছে, সেই *The Dacca University Act, 1920*– এ ভাইস চ্যান্সেলরের ব্যাপারে বলা হয়েছে "He shall be the principal

executive and academic officer of the University"(Act, 1920, P.28)। ভাইস চ্যান্সেলরের নিয়োগ প্রক্রিয়া সম্পর্কে এ আইনের ১০ (১) ধারায় বলা হয়েছে, "The Vice-Chancellor shall be appointed by the Chancellor after consideration of the recommendations of the Executive Council" (Act, 1920)। এ অ্যাক্টের ১০ (২)-এ ভাইস চ্যান্সেলরের সাময়িক অবর্তমানে এক্সিকিউটিভ কাউন্সিলের সুপারিশ অনুযায়ী চ্যান্সেলরের গৃহীত পদক্ষেপ এবং ১১ নম্বর ধারার ৬টি উপধারায় ভাইস চ্যান্সেলরের ক্ষমতা ও দায়িত্ব বর্ণনা করা হয়েছে। ধারা ১১ (১)–এ উল্লেখ করা হয়েছে, ভাইস চ্যান্সেলর হবেন বিশ্ববিদ্যালয়ের পূর্ণকালীন কর্মকর্তা। তিনি হবেন বিশ্ববিদ্যালয়ের নির্বাহী ও একাডেমিক মুখ্য কর্মকর্তা এবং চ্যান্সেলরের অনুপস্থিতিতে বিশ্ববিদ্যালয় কোর্ট-এর সভাসমূহে এবং যেকোনো সমাবর্তনে তাঁকে সভাপতিত্ব করতে হবে। তিনি পদাধিকার বলে এক্সিকিউটিভ কাউন্সিল এবং একাডেমিক কাউন্সিলের সদস্য ও সভাপতি হবেন এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের যেকোনো কর্তৃপক্ষ কিংবা অঙ্গসংস্থার সভায় উপস্থিত থাকার ও বক্তব্যদানের অধিকারপ্রাপ্ত হবেন (Act, 1920)।

ধারা ১১ (২) ও (৩) অনুযায়ী, ভাইস চ্যান্সেলরের কর্তব্য হচ্ছে, এ অ্যাক্ট, স্ট্যাটিউটস ও অর্ডিন্যান্সসমূহ বিশ্বস্ততার সাথে সংরক্ষিত হচ্ছে কি-না, তা পর্যবেক্ষণ করা। এই উদ্দেশ্যে প্রয়োজনীয় সব ক্ষমতাই তাঁর থাকবে। কোর্ট, এক্সিকিউটিভ কাউন্সিল এবং একাডেমিক কাউন্সিলের সভা আহ্বানের ক্ষমতা ভাইস চ্যান্সেলরের হাতে ন্যস্ত থাকবে। উপধারা (৪), (৫) ও (৬)-এ যেসব বিষয় বলা হয়েছে, তার সারসংক্ষেপ হচ্ছে– জরুরি ক্ষেত্রে যেকোনো প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করার, এক্সিকিউটিভ কাউন্সিল কর্তৃক কোনো শিক্ষক বা কর্মকর্তা নিয়োগ, বরখাস্ত কিংবা শাস্তিপ্রদান সংক্রান্ত আদেশে প্রভাব রাখার ও বিশ্ববিদ্যালয়ে শৃঙ্খলা রক্ষার দায়িত্ব এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের স্ট্যাটিউট ও অর্ডিন্যান্স নির্ধারিত যেকোনো ক্ষমতা প্রয়োগের ক্ষমতাও এ অ্যাক্টের মাধ্যমে ভাইস চ্যান্সেলরকে প্রদান করা হয়েছে (Act, 1920)।

পাকিস্তান আমলে তদানীন্তন সরকার প্রণীত *The Dacca University Ordinance, 1961*-এর মাধ্যমে ১৯২০-এর অ্যাক্টে বিদ্যমান ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বায়ত্তশাসন রদ করা হয় এবং ভাইস চ্যান্সেলরের নিয়োগের ব্যাপারে প্রাথমিকভাবে এক্সিকিউটিভ কাউন্সিল কর্তৃক সুপারিশের নিয়মটি বাতিল করে এ নিয়োগ সরাসরি চ্যান্সেলর তথা রাষ্ট্রপতির কর্তৃত্বে অর্পিত হয়। ফলে ভাইস চ্যান্সেলর মনোনয়নে বিশ্ববিদ্যালয়ের অভ্যন্তরীণ কর্তৃত্ব প্রত্যাখ্যাত হয়। এ অধ্যাদেশের ধারা ১২ (১)-এ উল্লেখ করা হয়, চ্যান্সেলর

নির্ধারিত শর্তে ৪ বছরের জন্য বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস চ্যান্সেলর নিয়োগ দান করবেন। প্রথম মেয়াদ সমাপনান্তে চ্যান্সেলর চাইলে একই ভাইস চ্যান্সেলরকে দ্বিতীয় মেয়াদে পুনরায় ৪ বছরের জন্য নিয়োগ প্রদান করতে পারবেন (Ordinance, 1961, P.1141)। "এ আইনে উপাচার্যের ক্ষমতা ও দায়িত্ব ১৩ নম্বর ধারার ৯টি উপধারায় বর্ণনা করা হয়েছে। এ আইনের ১৩ (৬) ধারা আনুয়ায়ী বিশ্ববিদ্যালয়ের কোনো কাঠামোর সিদ্ধান্তের সাথে উপাচার্য একমত না হতে পারলে এর সমাধানের জন্য চ্যান্সেলরকে অবহিত করবেন এবং সেক্ষেত্রে চ্যান্সেলরের সিদ্ধান্তকে চূড়ান্ত বলে গণ্য করা হবে" (ঈশানী ও আজরিন, ২০২১, পৃ.১০২)। এ অধ্যাদেশ দ্বারা মূলত "বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রধান নির্বাহী উপাচার্যের ক্ষমতা ও স্বাধীনতা হ্রাস করে শাসকশ্রেণির অনুগত উপাচার্য নিয়োগের মাধ্যমে শাসকদের দৃষ্টিভঙ্গি প্রতিফলনের চেষ্টা করে" (খান মাহবুব, ২০২১, পৃ.৯৩)। ফলে বিশ্ববিদ্যালয়ের অভ্যন্তরীণ গণতান্ত্রিক ধারা বাধাগ্রস্ত হয় এবং এর প্রশাসনিক ও একাডেমিক কর্তৃত্ব প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে সরকারের নিয়ন্ত্রণে চলে যাওয়ার আশংকা দেখা দেয়।

বাংলাদেশ স্বাধীন হবার পর বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ১৯৭৩ খ্রিষ্টাব্দে 'কালাকানুন' বলে আখ্যায়িত *The Dacca University Ordinance, 1961* বতিল করে *The Dacca University Order , 1973* নামে নতুন একটি আইন প্রণয়ন করেন এবং এর মাধ্যমে ভাইস চ্যান্সেলর নিয়োগে *The Dacca University Act, 1920*-এর বিধানাবলি পুনর্বহাল করা হয়। *ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় আদেশ*, ১৯৭৩-এর ধারা ১২ (১) অনুযায়ী, "The Vice-Chancellor shall be the wholetime principle executive and academic officer of the University and shall be Chairman of the Senate, the Syndicate and the Academic Council" (Order, 1973: 8). "বিশ্ববিদ্যালয়ের সকল কর্মকাণ্ড অধ্যাদেশ, স্ট্যাটিউট ও অর্ডিন্যান্স অনুযায়ী পরিচালিত হয় কি না, তা নিশ্চিত করার দায়িত্ব উপাচার্যের" (শরিফ, ২০২১, পৃ.৮২)। *The Dacca University Order , 1973*–এর ধারা ১১ (১)-এ ভাইস চ্যান্সেলরের নিয়োগ ও মেয়াদ সম্পর্কে উল্লেখ রয়েছেঃ

> The Vice-Chancellor shall be appointed by the Chancellor for a period of four years from a panel of three persons to be nominated by the Senate on such terms and conditions as may be determined by the Chancellor, and shall be eligible for re-appointment for a futher period of four years. (Order, 1973, P.8)

একই ধারা অনুযায়ী, “কোনো কারণে উপাচার্যের ছুটির প্রয়োজন হলে চ্যান্সেলর নিজ ক্ষমতাবলে ভারপ্রাপ্ত উপাচার্য নিয়োগ দিতে পারবেন” (ঈশানী ও আজরিন, ২০২১, পৃ.১০৩)। এ আইনের ১২ নম্বর ধারার ৮টি উপধারায় ভাইস চ্যান্সেলরের ক্ষমতা ও দায়িত্ব বর্ণনা করা হয়েছে। বলা হয়েছে, “The Vice-Chancellor shall be wholetime principal executive and academic officer of the University and shall be Chairman of the Senate, the Syndicate and the Academic Council” (Order, 1973, P.8)। “সিনেটের কাছে উপাচার্যের জবাবদিহিতা থাকবে। সিন্ডিকেটের সংখ্যাগরিষ্ঠ সদস্যদের সিদ্ধান্ত উপাচার্য কার্যকর করবেন। উপাচার্য যদি নিজ এখতিয়ারে গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত নেন পরিস্থিতি বিবেচনায়, তবে পরবর্তী সময়ে সিন্ডিকেটের অনুমোদন নেবেন” (খান মাহবুব, ২০২১, পৃ.৯৫)। অর্ডিন্যান্স, ১৯৬১-এর ১৩(৬) ধারার যে সমস্যা ছিল, অর্ডার, ১৯৭৩-এর ১২(৪) ধারায় তা পরিবর্তন করে তদস্থলে বলা হয়:

> The Vice-Chancellor shall, if he does not agree with the resolution of any authority of the University, have the power to withhold implementation of the resolution and refer it back to the authority concerned, with his opinion thereon, for reconsideration in its next regular meeting. If in the process of reconsideration the authority concerned does not agree with the Vice-Chancellor, the decision of the Syndicate shall be final. (Order, 1973, P.9)

স্যার ফিলিপ জোসেফ হার্টগ ছিলেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম ভাইস চ্যান্সেলর (Annual Report, 1921-22)। শততম বর্ষে এ পদে দায়িত্ব পালন করছেন অধ্যাপক ড. মো. আখতারুজ্জামান। ১৯২১ খ্রিষ্টাব্দে ১ জুলাই থেকে ২০২১ খ্রিষ্টাব্দের ৩০ জুন পর্যন্ত একশত বছরে ২৯ জন সম্মানিত ব্যক্তি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস চ্যান্সেলর হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন, যদিও বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস চ্যান্সেলর অফিসে বিরাজমান তালিকা, *ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ইতিহাস ও ঐতিহ্য* শীর্ষক গ্রন্থসহ এ বিশ্ববিদ্যালয় সংক্রান্ত প্রায় প্রতিটি গ্রন্থে এর সংখ্যা ২৮ জন বলে উল্লেখ রয়েছে। যাঁর নাম এ তালিকায় উল্লেখ করা হয় না, তিনি হলেন অধ্যাপক ড. সৈয়দ সাজ্জাদ হোসায়েন। বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ চলাকালে পাকিস্তান সরকার কর্তৃক পূর্ণকালীন ভাইস চ্যান্সেলর হিসেবে তিনি নিয়োগ লাভ করেন (রতন, ২০১৫ এবং রেকর্ড রুম, নথি: ভাইস চ্যান্সেলরের তালিকা)। মুক্তিযুদ্ধকালে পাকিস্তানের পক্ষে অবস্থান গ্রহণ করায় সম্ভবত তাঁকে ভাইস চ্যান্সেলরের তালিকায় উল্লেখ করা হয় না।

*৮.২. প্রো-ভাইস চ্যান্সেলর:* প্রো-ভাইস চ্যান্সেলর বা উপ-উপাচার্য পদ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের দ্বিতীয় শীর্ষতম প্রশাসনিক পদ। তবে "ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠাকালীন আইনে উপ-উপাচার্যের পদ ছিল না" (খান মাহবুব, ২০২১, পৃ.৯২)। "ব্রিটিশ আমলে প্রতিষ্ঠিত এই বিশ্ববিদ্যালয়ের একাডেমিক ও প্রশাসনিক নেতৃত্বের কেন্দ্রীয় ও মূল চালিকাশক্তি হিসেবে উপাচার্যের একচ্ছত্র নিয়ন্ত্রণ ও বিশ্ববিদ্যালয় পরিচালনার মূখ্য দায়িত্ব থাকলে সময়ের ব্যবধানে ও বিশ্ববিদ্যালয়ের সার্বিক কর্মকাণ্ড পরিচালনায় অধিকতর গতি সঞ্চারের তাগিদে উপ-উপাচার্য পদের সৃষ্টি হয়" (বাহাউদ্দিন, ২০২১, পৃ.১২২)। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার ৫২ বছর পর *The Dacca University Order, 1973*-এর মাধ্যমে এ পদটি প্রথম অস্তিত্ব লাভ করে, যদিও বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রথম প্রো-ভাইস চ্যান্সেলর নিয়োগ দেয়া হয় আরও তিন বছর পর ১৯৭৬ খ্রিষ্টাব্দে (বার্ষিক বিবরণী, ১৯৭৬-৭৭)।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রো-ভাইস চ্যান্সেলর নিয়োগ ও এ পদের দায়িত্ব সম্পর্কে *The Dacca University Order, 1973*-এ যা উল্লেখ রয়েছে, তা হলো:

> 13. (1) The Chancellor may, if he deems fit so to do, appoint a Pro-Vice-Chancellor on such terms and conditions as may be determined by the Chancellor.
>
> (2) The Pro-Vice-Chancellor shall perform such duties as may be prescribed by the Statutes and University Ordinances. (Order, 1973, P.10)

১৯৭৩-এর আদেশ অনুযায়ী, প্রো-ভাইস চ্যান্সেলর পদাধিকার বলে সিনেট, সিন্ডিকেট এবং একাডেমিক কাউন্সিলের সদস্য (Order, 1973)। বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা ও প্রশাসন–এ দুটি শাখার দায়িত্ব পালন করে থাকেন প্রো-ভাইস চ্যান্সেলর। শিক্ষা ও প্রশাসন সংক্রান্ত সিদ্ধান্তের নথিপত্র প্রো-ভাইস চ্যান্সেলরের সুপারিশসহ উপাচার্যের নিকট উত্থাপিত হয়ে থাকে। ১৯৭৩-এর আদেশের ধারা ৩১-এর উপধারা (২) অনুযায়ী, প্রো-ভাইস চ্যান্সেলর বিশ্ববিদ্যালয়ের ফিন্যান্স কমিটিরও সভাপতি (Order, 1973)। তবে প্রো-ভাইস চ্যান্সেলর পদটি সৃষ্টির পূর্বে এ কমিটির সভাপতি ছিলেন বিশ্ববিদ্যালয়ের ট্রেজারার (Ordinance, 1961, P.1144)।

উল্লেখ্য, *The Dacca University Order, 1973*-এ কেবল একজন প্রো-ভাইস চ্যান্সেলর নিয়োগের বিধান দেখতে পাওয়া যায়। কিন্তু ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের একাডেমিক ও প্রশাসনিক কর্মপরিধি প্রতিষ্ঠাকালীন সময় থেকে বহুগুণে বৃদ্ধি পাওয়ায় একাধিক প্রো-ভাইস চ্যান্সেলর নিয়োগ অবশ্যম্ভাবী হয়ে পড়লে ১৯৯৯ খ্রিষ্টাব্দে এ আইনে পরিবর্তন আনা হয়। 'vide Act No. 7 of 1999 published on Bangladesh Gazette Extra-ordinary 13.04.1999' তথা বাংলাদেশ গেজেট এক্সট্রা-অর্ডিনারি ১৩.০৪.১৯৯৯ এ প্রকাশিত ১৯৯৯ সালের ৭ নং আইনের মাধ্যমে এ পরিবর্তন সাধিত হয়; যেখানে উল্লেখ করা হয়, "13. * (1) The Chancellor may, if he deems fit so to do, appoint one or more Pro-Vice-Chancellors on such terms and conditions and for such period as he may determine" (Order, 1999: 11)। ১৯৯৯ খ্রিষ্টাব্দে এ সংশোধনী আনা হলেও এটি কার্যকর করা হয় ১৩ বছর পর ২০১২ খ্রিষ্টাব্দের ৯ জুন। এ তারিখে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষা ও প্রশাসন-উভয়ক্ষেত্রে আলাদাভাবে প্রো-ভাইস চ্যান্সেলর নিয়োগ দেয়া হয় (বার্ষিক বিবরণী, ২০১১-১২)। প্রো-ভাইস চ্যান্সেলর (শিক্ষা) বিশ্ববিদ্যালয়ের একাডেমিক বিষয়াবলি দেখভাল করেন এবং বিভাগ ও ইনস্টিটিউট লেকচারার ও অ্যাসিসট্যান্ট প্রফেসর নিয়োগের সিলেকশন কমিটির সভাপতি হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। আর বিশ্ববিদ্যালয়ের গুরুত্বপূর্ণ সংস্থা ফিন্যান্স কমিটির সভাপতি প্রো-ভাইস চ্যান্সেলর (প্রশাসন)। এ কমিটি বিশ্ববিদ্যালয়ের আয় ও ব্যয়ের তত্ত্বাবধান করে, চাহিদা অনুযায়ী অর্থের ছাড় দেয় এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের সম্পত্তি, হিসাবপত্র ও তহবিল-সম্পর্কিত বিষয়ে সিন্ডিকেটকে পরামর্শ দিয়ে থাকে (শরিফ, ২০২১)। এছাড়া প্রো-ভাইস চ্যান্সেলর (প্রশাসন) সেকশন অফিসার ও সহকারী রেজিস্ট্রার নিয়োগ ও পদোন্নতি কমিটির প্রধান।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের রেকর্ড রুমে সংরক্ষিত নথি এবং প্রো-ভাইস চ্যান্সেলর অফিসের অনার বোর্ড পর্যালোচনা করে দেখা যায়, ১৯৭৬ খ্রিষ্টাব্দ থেকে শুরু করে শতবর্ষ পূর্ণ করা পর্যন্ত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে মোট ১৯ জন শিক্ষাবিদ প্রো-ভাইস চ্যান্সেলরের দায়িত্ব পালন করেছেন (রেকর্ড রুম, নথি: প্রো-ভাইস চ্যান্সেলর এবং অনার বোর্ড, প্রো-ভাইস চ্যান্সেলর অফিস)। তাঁদের মধ্যে ১৬ জন পূর্ণ মেয়াদে এবং ৩ জন ভারপ্রাপ্ত হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন (বাহাউদ্দিন, ২০২১)। পূর্ণ মেয়াদের ১৬ জনের মধ্যে ১১ জন শিক্ষা ও প্রশাসন–উভয় দায়িত্বে এবং ২০১২ খ্রিষ্টাব্দে দায়িত্ব ভাগ হয়ে যাবার পর এ যাবত ৩ জন প্রো-ভাইস চ্যান্সেলর (শিক্ষা) ও ২ জন প্রো-ভাইস চ্যান্সেলর (প্রশাসন) পদে নিযুক্ত ছিলেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম প্রো-ভাইস চ্যান্সেলর হিসেবে অধ্যাপক ড. মফিজউল্লাহ কবীর, প্রথম প্রো-ভাইস চ্যান্সেলর (শিক্ষা) হিসেবে অধ্যাপক ড. নাসরীন আহমাদ এবং প্রথম প্রো-

ভাইস চ্যান্সেলর (প্রশাসন) হিসেবে অধ্যাপক ড. সহিদ আকতার হুসাইন নিয়োগ লাভ করেন। শততম বছরে প্রো-ভাইস চ্যান্সেলর (প্রশাসন) হিসেবে অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ সামাদ এবং প্রো-ভাইস চ্যান্সেলর (শিক্ষা) হিসেবে অধ্যাপক ড. এ এস এম মাকসুদ কামাল দায়িত্ব পালন করেন।

***৮.৩. ট্রেজারার:*** ট্রেজারার বা কোষাধ্যক্ষ পদটি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের তৃতীয় শীর্ষস্থানীয় প্রশাসনিক পদ; যদিও এ বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠাকালে ট্রেজারার পদটি ছিল প্রশাসনের দ্বিতীয় শীর্ষতম পদ। খান মাহবুবের বর্ণনা অনুযায়ী:

> ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠাকালীন আইনে উপ-উপাচার্যের পদ ছিল না। প্রশাসন কাঠামোতে প্রতিষ্ঠাকালে দ্বিতীয় কর্তাব্যক্তি ছিলেন কোষাধ্যক্ষ। নিয়মের অনেক পরিবর্তন হলেও আজও কোষাধ্যক্ষের বাৎসরিক বাজেট পেশ এবং তা অনুমোদন করিয়ে নেয়া তাঁরই দায়িত্ব। প্রাথমিক পর্যায়ে বাজেট প্রণয়নে ও বরাদ্দকৃত অর্থ যেন স্বচ্ছতার সাথে ব্যবহৃত হয় সে বিষয়টি দেখভাল করা ছিল কোষাধ্যক্ষের প্রধানতম বিষয়। প্রথম দিকের কোষাধ্যক্ষবৃন্দের শুধু নিজের বিধিবদ্ধ কাজ নয়, বিশ্ববিদ্যালয়ের উন্নয়নে বহুমুখী কর্মযোগ লক্ষণীয়। (২০২১, পৃ.৯২)

*The Dacca University Act, 1920*-এর উপ-ধারা ১২(১) অনুযায়ী, "The Treasurer shall be appointed by the Chancellor upon such conditions and for such period, and shall receive such remuneration (if any) from the funds of the University as the Chancellor shall deem fit." (Act, 1920, P.29)। ধারা ২০(a) অনুযায়ী, "The Treasurer shall be Chairman of the Finance Committee" ((Act, 1920, P.31)। তবে প্রো-ভাইস চ্যান্সেলর পদ সৃষ্টির পর এ কমিটির সভাপতির দায়িত্ব প্রো-ভাইস চ্যান্সেলরের দায়িত্বে অর্পিত হয়। *The Dacca University Ordinance, 1961*-এর ধারা ১৪(৩) অনুযায়ী, The Treasurer shall exercise general supervision over funds of the Univeriity, and shall advise in regard to its financial policy. (Ordinance, 1961, P.1142)

ট্রেজারারের মেয়াদ চার বছর এবং চ্যান্সেলর চাইলে তাঁকে সর্বোচ্চ দুই মেয়াদের জন্য নিয়োগ প্রদান করতে পারেন। *The Dacca University Order, 1973*-এর ধারা ১৪(১-৫) অনুযায়ী, বর্তমানে ট্রেজারারের কর্মপরিধি নিম্নরূপ:

> The Treasurer shall be a whole time salaried officer and shall be appointed by the Chancellor, […] exercise general supervision over the funds of the University, [...] responsible for the presentation of the annual budget estimates and statement of accounts responsible for seeing that all monies are expended on the purpose for which they are granted or allotted, [...] All contracts shall be signed by the Treasurer on behalf of the University (Order, 1973, PP.10-11).

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের রেকর্ড রুমে সংরক্ষিত নথি এবং ট্রেজারার অফিসের অনার বোর্ড পর্যালোচনা করে দেখা যায়, ১৯২১ খ্রিষ্টাব্দ থেকে ২০২১ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত মোট ৩৭ জন স্বনামধন্য ব্যক্তি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ট্রেজারার হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন, যাঁদের মধ্যে ১৯২১ খ্রিষ্টাব্দ থেকে ১৯৭৭ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত ২২ জন অবৈতনিক এবং পরবর্তী সময় থেকে ২০২১ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত ১৫ জন বৈতনিক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন (রেকর্ড রুম, নথিঃ ট্রেজারার এবং এবং অনার বোর্ড, ট্রেজারার অফিস)। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম ট্রেজারার হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন জে. এইচ. লিন্ডসে এবং বর্তমানে শততম বছরে অধ্যাপক মমতাজ উদ্দিন আহমেদ এ দায়িত্বে নিয়োজিত রয়েছেন

***৮.৪. রেজিস্ট্রার:*** ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশাসনিক কাঠামো অনুযায়ী ট্রেজারারের পরই হচ্ছে রেজিস্ট্রারের পদ। “তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রধান সাচিবিক কর্মকর্তা এবং প্রশাসন পরিচালনায় উপাচার্যের সহযোগী” (খান মাহবুব, ২০২১, পৃ.৯২)। “নাথান কমিটির রিপোর্টে রেজিস্ট্রারের পদমর্যাদা, ক্ষমতা, দায়িত্ব ও কর্তব্য উল্লেখ ছিল” (আবদুর রহিম, ২০২১, পৃ.১৩৮)। রেজিস্ট্রার সাধারণত বিশ্ববিদ্যালয়ের উর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের মধ্য থেকে ভাইস চ্যান্সেলর কর্তৃক নিয়োগ পেয়ে থাকেন। রেজিস্ট্রারের দায়িত্ব সম্পর্কে *The Dacca University Act, 1920*-এর ধারা ১৩, *অধ্যাদেশ*, ১৯৬১–এর ধারা ১৬ এবং *আদেশ*, ১৯৭৩-এর ধারা ১৫-এ একই কথা হুবহু উল্লেখ রয়েছে। আর তা হলোঃ

> The Registrar shall act as Secretary of the Senate, the Syndicate and the Academic Council. He shall maintain a register of registered graduates in accordance with the Statutes and shall exercise such other powers as may be prescribed by the Statutes and the University Ordinances. (Order, 1973, P.11)

অ্যাক্ট, ১৯২০-এ কন্ট্রোলার অব এক্সামিনেশনের দায়িত্বটিও রেজিস্ট্রারের অধীনে ছিল। *অধ্যাদেশ*, ১৯৬১–এর মাধ্যমে রেজিস্ট্রেরের নিয়ন্ত্রণে থাকা কন্ট্রোলার অব এক্সামিনেশনের দায়িত্বকে আলাদা পদ হিসেবে যুক্ত করা হয়। রেজিস্ট্রারের বর্তমান কর্মপরিধি সম্পর্কে খান মাহবুবের ভাষ্যঃ

> বর্তমানে রেজিস্ট্রার পাঁচটি শিক্ষা শাখা এবং নয়টি প্রশাসন শাখার মাধ্যমে কার্যক্রম পরিচালনা করেন। এছাড়া রেজিস্ট্রারের কার্যালয়ের মাধ্যমে স্টাফ ওয়েলফেয়ার শাখা, স্টোর শাখা, রেকর্ড শাখা, তদন্ত শাখা, ও ডেসপাস শাখার কার্যক্রম পরিচালিত হয়। [...] তিনি তাঁর অধীন প্রশাসনিক ও শিক্ষা শাখার মাধ্যমে বিশ্ববিদ্যালয়ের সামগ্রিক সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন ও অনুমোদনের ব্যবস্থা করেন। তিনি জরুরি নথি, দলিল-দস্তাবেজ সংরক্ষণ করেন এবং বিভিন্ন নিয়োগ, চুক্তি, পদোন্নতি ইত্যাদি বিষয়ে সিদ্ধান্তের চিঠি ইস্যু করেন (২০২১, পৃ. ৯২ ও পৃ. ৯৮-৯৯)।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের রেকর্ড রুমে সংরক্ষিত নথি এবং রেজিস্ট্রার অফিসের অনার বোর্ড পর্যালোচনা করে দেখা যায়, ১৯২১ খ্রিষ্টাব্দ থেকে ২০২১ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত মোট ১৫ জন ব্যক্তি ২২ মেয়াদে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিস্ট্রারের দায়িত্ব পালন করেছেন (রেকর্ড রুম, নথিঃ রেজিস্ট্রার এবং অনার বোর্ড, রেজিস্ট্রার অফিস)। তাঁদের মধ্যে কেউ কেউ প্রথমে ভারপ্রাপ্ত এবং পরে স্থায়ীভাবে নিয়োগ লাভ করেন। ১৯৪৫ খ্রিষ্টাব্দ থেকে ১৯৪৭ খ্রিষ্টাব্দ মেয়াদে প্রশাসনিক ও একাডেমিক-এ দুটি পদে আলাদাভাবে রেজিস্ট্রার নিয়োগ দেয়া হয়। এ বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম রেজিস্ট্রার হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন খান বাহাদুর নাজির উদ্দিন আহমেদ এবং বর্তমানে শততম বছরে এ পদে ভারপ্রাপ্ত হিসেবে নিয়োজিত আছেন প্রবীর কুমার সরকার।

*৮.৫. ডিনঃ The Dacca University Act, 1920*–এর ধারা ২২ (১) অনুযায়ী, বিশ্ববিদ্যালয় সংবিধি দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে কলা, বিজ্ঞান, আইন, চিকিৎসা ও কৃষি এবং এ ধরনের অন্যান্য অনুষদ কিংবা বিদ্যমান অনুষদ ভেঙে অথবা একত্র করে এক বা একাধিক অনুষদ কিংবা নতুন অনুষদ গঠন করবে। অধ্যাদেশ কর্তৃক বরাদ্দকৃত যে বিষয়াবলি প্রত্যেক অনুষদের আওতাধীন থাকবে, একাডেমিক কাউন্সিলের নিয়ন্ত্রণ সাপেক্ষে অনুষদসমূহ সেসব বিষয়ে শিক্ষণ, পাঠদান এবং গবেষণার ব্যবস্থা করবে (পৃ.৩৩)। বিশ্ববিদ্যালয়ের অনুষদসমূহের একাডেমিক প্রশাসক হলেন এর ডিনবৃন্দ। *The Dacca University Ordinance, 1961*-এর মধ্যমে অনুষদসমূহের ডিনবৃন্দের ক্ষমতা খর্ব করা হয় এবং এর

২৫(৩) ধারায় বলা হয়, There shall be a Dean of each Faculty, who shall under the control and general supervision of the Vice-Chancellor (Ordinance, 1961, P.1146)। অথচ ১৯২০-এর অ্যাক্টের ধারা ২২ (৬) অনুযায়ী, "The Dean of a Faculty shall be elected by the Faculty from among the heads of the Departments of the Faculty". (Act, 1920, PP.33-34)। *The Dacca University Order, 1973*-এ ডিনের স্বাধীনতা পুনরায় ফিরিয়ে দেয়া হয়। এ আদেশ অনুযায়ী, "অধ্যাপক ও সহযোগী অধ্যাপকদের মধ্য থেকে প্রতিটি অনুষদের ডিন অনুষদভুক্ত বিভাগসমূহের শিক্ষকদের ভোটে দুই একাডেমিক বর্ষের মেয়াদকালের জন্য নির্বাচিত হন এবং তিনি তাঁর অনুষদভুক্ত বিভাগসমূহের একাডেমিক কার্যসূচির সমন্বয় সাধন করে থাকেন" (শরিফ, ২০২১, পৃ.৮৩)। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ১০টি অনুষদে এ ডিন নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। অনুষদগুলো হচ্ছে–১. কলা অনুষদ, ২. বিজ্ঞান অনুষদ, ৩. আইন অনুষদ, ৪. বিজনেস স্টাডিজ অনুষদ, ৫. সামাজিক বিজ্ঞান অনুষদ, ৬. জীববিজ্ঞান অনুষদ, ৭. ফার্মেসী অনুষদ, ৮. আর্থ এন্ড এনভায়রনমেন্টাল সায়েন্সেস অনুষদ, ৯. ইঞ্জিনিয়ারিং এন্ড টেকনোলজি অনুষদ, ১০. চারুকলা অনুষদ।

এছাড়া আরও তিনটি অনুষদের কার্যক্রম ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে বিদ্যমান, যেগুলো বিশ্ববিদ্যালয়ের সরাসরি শিক্ষা-কার্যক্রমের আওতাভুক্ত নয়। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেবল তাদের একাডেমিক কার্যক্রম তদারকি করে থাকে। সে অনুষদগুলো হচ্ছে-১১. শিক্ষা অনুষদ, ১২. চিকিৎসা অনুষদ এবং ১৩. স্নাতকোত্তর চিকিৎসা বিজ্ঞান ও গবেষণা অনুষদ। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধিভুক্ত নিজ নিজ বিষয়ের কলেজসমূহের শিক্ষকদের ভোটে এ অনুষদত্রয়ের ডিনগণ নির্বাচিত হয়ে থাকেন।

বিভিন্ন বিভাগের এমফিল ও পিএইচডি ডিগ্রির জন্য প্রস্তাবিত গবেষণার বিষয়গুলো মূল্যায়নের পর তা অনুমোদনের দায়িত্ব ডিনের। ডিনবৃন্দ লেকচারার ও অ্যাসিস্ট্যান্ট প্রফেসরের পদ সৃষ্টির প্রস্তাবও অনুমোদন দিয়ে থাকেন। প্রতিষ্ঠার পর থেকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিটি অনুষদ প্রথিতযশা ডিনবৃন্দের নেতৃত্বে সুচারুভাবে পরিচালিত হয়ে আসছে।

***৮.৬. প্রভোস্ট:*** ১৯২১ খ্রিষ্টাব্দে অক্সব্রিজ মডেলে একটি আবাসিক বিশ্ববিদ্যালয় হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়। এ মডেল অনুযায়ী, শিক্ষার্থীগণ আবাসিক হলে বসবাস করবে; যেমন ভাবে *The Dacca University Act, 1920*–এর ধারা ৩১ অনুযায়ী সংবিধি

এবং অধ্যাদেশ দ্বারা নির্ধারিত শর্তে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রত্যেক শিক্ষার্থী কোনো হল অথবা হোস্টেলে বসবাস করবে। "বিশ্ববিদ্যালয়ের হলের নিয়ম-নীতি রক্ষা ও হলের প্রশাসনিক কার্যক্রম পরিচালনার জন্য উপাচার্য তিন বছরের জন্য একজন প্রাধ্যক্ষ নিয়োগ দেন" (মাহবুব, ২০২১, পৃ.১০০)। প্রভোস্ট বা প্রাধ্যক্ষ হবেন হলের প্রশাসনিক প্রধান। বিশ্ববিদ্যালয়ের বর্তমান বিধি অনুযায়ী, প্রতি হলে প্রভোস্ট বা প্রাধ্যক্ষ ও আবাসিক শিক্ষকগণের সমন্বয়ে হল-প্রশাসন গঠিত হবে এবং তাঁরা শিক্ষা ও অন্যান্য বিষয়ে হলের ছাত্রদের উপদেশ দেবেন। আবাসিক হল যাতে শিক্ষার্থীদের সামাজিক ও সাংস্কৃতিক জীবনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারে, হল প্রাধ্যক্ষকে সে ব্যাপারে বিভিন্ন কার্যক্রম গ্রহণ করতে হবে। প্রতিষ্ঠাকালে তিনটি হল নিয়ে যাত্রা শুরু করলেও বর্তমানে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের হল সংখ্যা ১৯টি; যার মধ্যে পুরুষ শিক্ষার্থীদের হল ১৩টি–সলিমুল্লাহ মুসলিম হল (পূর্বনাম: মুসলিম হল, প্রতিষ্ঠাকাল: ১৯২১ খ্রি.), ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্ হল (পূর্বনাম: লিটন হল এবং ঢাকা হল, প্রতিষ্ঠাকাল: ১৯২১ খ্রি.), জগন্নাথ হল (অমুসলিম ছাত্রদের জন্য নির্ধারিত হল, যার প্রতিষ্ঠাকাল: ১৯২১ খ্রি.), ফজলুল হক মুসলিম হল (প্রতিষ্ঠাকাল: ১৯৪০ খ্রি.), শহীদ সার্জেন্ট জহুরুল হক হল (পূর্বনাম: স্যার ড. মুহম্মদ ইকবাল হল, প্রতিষ্ঠাকাল: ১৯৫৭ খ্রি.), সূর্যসেন হল (পূর্বনাম: জিন্নাহ হল, প্রতিষ্ঠাকাল: ১৯৬৬ খ্রি.), হাজী মুহম্মদ মুহসীন হল (প্রতিষ্ঠাকাল: ১৯৬৭ খ্রি.), কবি জসীম উদ্দীন হল (প্রতিষ্ঠাকাল: ১৯৭৬ খ্রি.), স্যার এ এফ রহমান হল (প্রতিষ্ঠাকাল: ১৯৭৬ খ্রি.), মুক্তিযোদ্ধা জিয়াউর রহমান হল (প্রতিষ্ঠাকাল: ১৯৮৮ খ্রি.), জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমন হল (প্রতিষ্ঠাকাল: ১৯৮৮ খ্রি.), অমর একুশে হল (প্রতিষ্ঠাকাল: ২০০১ খ্রি.) এবং বিজয় একাত্তর হল (প্রতিষ্ঠাকাল: ২০১৩ খ্রি.)। নারী শিক্ষার্থীদের জন্য রয়েছে ৫টি হল, যথাক্রমে– রোকেয়া হল (প্রতিষ্ঠাকাল: ১৯৫৬ খ্রি.), শামসুন নাহার হল (প্রতিষ্ঠাকাল: ১৯৭১ খ্রি.), বাংলাদেশ-কুয়েত মৈত্রী হল (প্রতিষ্ঠাকাল: ১৯৮৯ খ্রি.), বঙ্গমাতা শেখ ফজিলাতুন্নেসা মুজিব হল (প্রতিষ্ঠাকাল: ২০০০ খ্রি.) এবং কবি সুফিয়া কামাল হল (প্রতিষ্ঠাকাল: ২০১২ খ্রি.)। এছাড়া বিদেশি শিক্ষার্থীদের জন্য রয়েছে 'স্যার পি জে হার্টগ ইন্টারন্যাশনাল হল' (প্রতিষ্ঠাকাল: ২০০১ খ্রি.) নামে একটি স্বতন্ত্র হল। বহু প্রথিতযশা শিক্ষাবিদ প্রতিষ্ঠার পর থেকে শুরু করে বর্তমান পর্যন্ত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের এ হলগুলোতে প্রাধ্যক্ষ হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন।

উল্লেখ্য, ঢাকা বিশ্বদ্যিালয়ের হলগুলোতে দুই ধরনের প্রশাসনিক কর্মকর্তা দায়িত্ব পালন করেন। ১. শিক্ষকদের মধ্য থেকে–ক. প্রভোস্ট: ভাইস চ্যান্সেলর তিন বছরের জন্য এ পদে নিয়োগ প্রদান করেন, যা পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে। ভাইস চ্যান্সেলর চাইলে একজন প্রভোস্টকে সর্বোচ্চ দুই মেয়াদের জন্য নিয়োগ প্রদান করতে পারেন। খ. হাউজ টিউটর এবং

অ্যাসিস্ট্যান্ট হাউজ টিউটর: বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে এ পদে নিয়োগ প্রদান করা হয়। বিশ্ববিদ্যালয়ের আগ্রহী শিক্ষকবৃন্দ এক বছর মেয়াদে এ নিয়োগ লাভ করেন এবং প্রতি বছর নবায়নের মাধ্যমে সর্বোচ্চ দশ বছরের জন্য এ পদে কর্মরত থাকতে পারেন। প্রতিটি হলে হাউজ টিউটর এবং অ্যাসিস্ট্যান্ট হাউজ টিউটরের পদ নির্ধারিত। একজন হাউজ টিউটর পদত্যাগ করলে কিংবা মেয়াদ শেষ হয়ে গেলে অ্যাসিস্ট্যান্ট হাউজ টিউটরগণের মধ্য থেকে জ্যেষ্ঠতার ভিত্তিতে হাউজ টিউটর হিসেবে পদোন্নতি লাভ করেন। সর্বজ্যেষ্ঠ হাউজ টিউটর 'সিনিয়র হাউজ টিউটর' হিসেবে চিহ্নিত হয়ে থাকেন। ২. প্রশাসনিক কর্মকর্তা ও কর্মচারী, যাঁরা হলের জন্য স্থায়ী ও অস্থায়ী মেয়াদে নিয়োগ পেয়ে থাকেন। স্থায়ী এবং অস্থায়ী– উভয় শ্রেণির নিয়োগ প্রক্রিয়াও ভিন্নতর হয়ে থাকে।

***৮.৭. প্রক্টর:*** প্রক্টর বিশ্ববিদ্যালয়ের শান্তি-শৃঙ্খলা ও নিরাপত্তা বিধানের দায়িত্বে নিয়োজিত কর্মকর্তা। ভাইস চ্যান্সেলর বিশ্ববিদ্যালয়ে কর্মরত শিক্ষকদের মধ্য থেকে উপযুক্ততার ভিত্তিতে প্রতি ৩ বছরের জন্য একজন প্রক্টর নিয়োগ দিয়ে থাকেন। স্যাডলার কমিশনও "বিশ্ববিদ্যালয়ের শৃঙ্খলা নিয়ন্ত্রণের জন্য উপাচার্যের তত্ত্বাবধানে প্রক্টর নিয়োগের সুপারিশ করে" (রহমত, ২০২১, পৃ.৬০)। কিন্তু "প্রারম্ভিক অবস্থায় বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য প্রণীত আইনে একজন কর্মকর্তা হিসেবে প্রক্টরের পদ সৃষ্ট করা ছিল না" (রব্বানী, ২০২১, পৃ.১৫৬)। তবে এই আইনের ধারা ৮-এ উল্লেখ ছিল, "Such other officers as may be decleared by the Statutes to be officers of the University" (Act, 1920, P.27). অর্থাৎ, "সুস্পষ্ট সংবিধির আলোকে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ চাইলে প্রয়োজনীয় সংখ্যক কর্মকর্তার পদ সৃষ্টি করতে পারবে" (গোলাম রব্বানী, ২০২১, পৃ.১৫৬)। তাই বিশ্ববিদ্যালয়ের শৃঙ্খলা ও বিধিবিধান সমুন্নত রাখা এবং শিক্ষার্থীদের আচার-আচরণ বা Code of Conduct পর্যবেক্ষণ করার লক্ষ্যে প্রক্টোরিয়াল পদ্ধতি প্রচলনের প্রয়োজনীয়তা দেখা দিলে ১৯২৫ খ্রিষ্টাব্দে সর্বপ্রথম খান বাহাদুর ফিদা আলী খানকে প্রক্টর এবং অনুষদ ও ইনস্টিটিউটভিত্তিক কয়েকজন সহকারী প্রক্টর এবং প্রক্টর অফিস প্রতিষ্ঠার মধ্য দিয়ে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রক্টোরিয়াল পদ্ধতিটি গড়ে ওঠে (রব্বানী, ২০২১)। *The Calendar Part-II, University of Dhaka* -এর Chapter XI-এ অর্ডিন্যান্সে বর্ণিত প্রক্টরের পরিচয়, দায়িত্ব এবং ক্ষমতা সম্পর্কে বিস্তারিতভাবে উল্লেখ রয়েছে। সেখানে ধারা ১-এ প্রক্টর সম্পর্কে বলা হয়েছে, "The proctor shall be an officer of the University directly responsible to the Vice-Chancellor, and his rank would be that of a Provost of Hall" (Calendar-II, 1997, P.37)। প্রক্টরের দায়িত্ব সম্পর্কে খান মাহবুব উল্লেখ করেন:

> উপাচার্য কর্তৃক নিয়োগপ্রাপ্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদের নিয়মানুবর্তিতা ও শৃঙ্খলা সমন্বয়ের দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা। তিনি সাধারণত হলের আঙ্গিনার বাইরে বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-সংক্রান্ত বিষয়াদি ও বিশ্ববিদ্যালয়ের সুষ্ঠু শিক্ষার পরিবেশ রক্ষার কাজে নিয়োজিত। প্রক্টর সহকারী প্রক্টরদের সহযোগিতায় দায়িত্ব পালন করেন। প্রক্টর তাঁর দায়িত্বের বিষয়ে উপাচার্যের নিকট দায়বদ্ধ। পদটি প্রাধ্যক্ষ তুল্য। ছাত্র-সংক্রান্ত বিষয়ে তদন্তের ব্যবস্থা নেওয়ার এখতিয়ার প্রক্টরের। এ বিষয়ে উপাচার্য তাঁকে অতিরিক্ত দায়িত্ব ও ক্ষমতা প্রদান করতে পারেন। প্রক্টরিয়াল টিম প্রয়োজন অনুযায়ী বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাস সরেজমিনে তদারক করে থাকেন। (খান মাহবুব, ২০২১, পৃ.১০০)

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের রেকর্ড রুমে সংরক্ষিত নথি এবং প্রক্টর অফিসের অনার বোর্ড পর্যালোচনা করে দেখা যায়, ১৯২৫ খ্রিষ্টাব্দ থেকে ২০২১ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত মোট ৩৪ জন স্বনামধন্য ব্যক্তি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রক্টরের দায়িত্ব পালন করেছেন (রেকর্ড রুম, নথি: প্রক্টর এবং অনার বোর্ড, প্রক্টর অফিস)। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম প্রক্টর হিসেবে নিয়োগ লাভ করেন খান বাহাদুর ফিদা আলী খান, যিনি ফারসি ও উর্দু বিভাগের শিক্ষক ছিলেন।

***৮.৮. কন্ট্রোলার অব এক্সামিনেশন:*** *The Dacca University Act, 1920*–এ কন্ট্রোলার অব এক্সামিনেশন বা পরীক্ষা নিয়ন্ত্রকের দায়িত্ব রেজিস্ট্রারের অধীনে থাকলেও ১৯৪৮ খ্রিষ্টাব্দে প্রথমবারের মতো 'অফিস অব কন্ট্রোলার অব এক্সামিনেশন' নামে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে একটি দফতর প্রতিষ্ঠা করা হয় এবং এ দফতরের প্রধান নির্বাহী হিসেবে একজন কন্ট্রোলার অব এক্সামিনেশন নিয়োগ প্রদান করা হয়। পরবর্তীতেকালে *The Dacca University Ordinance, 1961*-এর মাধ্যমে এটিকে আলাদা পদ হিসেবে আইনগতভাবে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে যুক্ত করা হয়। *The Dacca University Order, 1973*-এর ধারা ১৭-এ কন্ট্রোলার অব এক্সামিনেশন সম্পর্কে উল্লেখ আছে, "The Controller of the Examinations shall be responsible for all matters connected with the conduct of examinations and shall perform such other duties as may be prescribed by the Statues and the University Ordinances" (Order, 1973, P.11)। এস এম মফিজুর রহমানের মতে:

> ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশাসনিক শাখাসমূহের মধ্যে পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক অফিস বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ও গোপনীয় একটি দপ্তর। বিশ্ববিদ্যালয়ের সূচনালগ্নে (১৯২১ সালে) পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক অফিস নামে পৃথক কোনো অফিস ছিল না। পরীক্ষা সংক্রান্ত যাবতীয় কার্যাদি

তখন রেজিস্ট্রার অফিসের ‘পরীক্ষা শাখা’-এর মাধ্যমে পরিচালিত হতো। বর্তমানে পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক যে সকল দায়িত্ব পালন করেন, তখন এসব দায়িত্ব পালন করতেন রেজিস্ট্রার। (মফিজুর, ২০২১, পৃ.১৪৫)

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের রেকর্ড রুমে সংরক্ষিত নথি ও অন্যান্য তথ্যসূত্র থেকে জানা যায়, ১৯৪৮ খ্রিষ্টাব্দ থেকে ২০২১ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত মোট ৯ জন ব্যক্তি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কন্ট্রোলার অব এক্সামিনেশন পদে দায়িত্বরত ছিলেন। কিন্তু কন্ট্রোলার অব এক্সামিনেশন অফিসের অনার বোর্ডে এঁদের মাত্র ৬ জনের তালিকা দেখতে পাওয়া যায়। এ বিশ্ববিদ্যালয়ে যিনি প্রথম কন্ট্রোলার অব এক্সামিনেশন হিসেবে নিয়োগ লাভ করেন, তিনি হলেন মীর্জা আখতার হোসেন। শততম বর্ষে এ পদে দায়িত্ব পালন করছেন মো. বাহলুল হক চৌধুরী। “বর্তমানে এই দপ্তরে ৬ জন উপ-পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক, ২১ জন সহকারী পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক, ১৫ জন সেকশন অফিসার, ১ জন সহকারী প্রোগ্রামার, ৬১  জন তৃতীয় শ্রেণির কর্মচারী ও ২৮ জন চতুর্থ শ্রেণির কর্মচারী রয়েছেন” (মফিজুর, ২০২১, পৃ. ১৫৩- পৃ. ১৫৪)।

## ৯. উপসংহার

‘ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় বাংলাদেশের রাজধানী শহর ঢাকা নগরীর শাহবাগে অবস্থিত একটি স্বায়ত্তশাসিত সরকারি শিক্ষা ও গবেষণাধর্মী বিশ্ববিদ্যালয়’ (সাইফুল, ২০১৮, পৃ.৫৪)। শতবর্ষী এ বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশাসনিক কাঠামো, কার্যক্রম, ক্রমবিকাশ ও ক্রমবিবর্তনের ইতিহাস ধারাবহিকভাবে অত্র প্রবন্ধে তুলে ধরা হয়েছে। এ বিশ্ববিদ্যালয় বর্তমানে যে পূর্ণাঙ্গ রূপ লাভ করেছে এবং যেভাবে ব্যাপক পরিসরে বিস্তৃতি লাভ করেছে, পাশাপাশি এর কর্মকাণ্ডে যে বহুমত্রিকতা যুক্ত হয়েছে, সেটা যে রাতারাতিই সম্পন্ন হয়নি, সে বিষয়ে এ প্রবন্ধে আলোচনা করা হয়েছে। শতবছরের বহু ইতিবচক বিবর্তনের বহিঃপ্রকাশ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়। সে কারণেই বাংলাদেশের একমাত্র বিশ্ববিদ্যালয় হিসেবে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এশিয়া উইকের শীর্ষ ১০০ বিশ্ববিদ্যালয়ের তালিকায় জায়গা করে নিতে সক্ষম হয় (আতাউল্ল্যাহ, ২০২২)। একটি পশ্চাৎপদ জনপদকে উচ্চশিক্ষার আলোকে আলোকিত করার মহতি উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে শতবর্ষ পূর্বে যে বিশ্ববিদ্যালয়টি প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল, শিক্ষা বিস্তারের সে লক্ষ্যে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শতভাগ সফল। বিগত একশত বছরে অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক বিভিন্ন প্রতিকূলতা সত্ত্বেও এ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানটি জ্ঞান সৃজন ও জ্ঞান-গবেষণার ক্ষেত্রে যথেষ্ট অবদান রাখতে সক্ষম হয়েছে, শিক্ষা ও গবেষণাখাতে অধিক বাজেট এবং প্রণোদনাসাপেক্ষে আগামী দিনে যা আরো ত্বরান্বিত হবে। ইতিহাসের আলোকে বিগত শতবছরে বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন

যুগের প্রশাসন সম্পর্কে এ ধরনের একটি গবেষণাকর্ম ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের মতো একটি শতবর্ষী উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানে পরিচালিত হওয়া ছিল অত্যন্ত যুক্তিযুক্ত একটি বিষয়, যা আগামী দশকগুলোতে উচ্চশিক্ষাক্ষেত্রে জ্ঞান-গবেষণা ও সৃজনের টেকসই লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ ও তা বাস্তবায়নের পরিকল্পনা প্রণয়নে নিয়ামক হিসেবে কাজ করবে। বিগত শতবছরে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা-গবেষণাক্ষেত্রে প্রশাসনিক কর্মকাণ্ড, শিক্ষা ও গবেষণাক্ষেত্রে প্রণীত ও গৃহীত বিভিন্ন নীতিমালা ও তা বাস্তবায়নের সঠিক চিত্র, প্রশাসকদের দক্ষতা, জাতীয় ও আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে বিশ্ববিদ্যালয়ের অবদান, শিক্ষা ও গবেষণা উন্নয়নে বর্তমান প্রশাসনের দক্ষতা ও গৃহীত বিভিন্ন পরিকল্পনা আগামী দিনে একটি উন্নত ও সমৃদ্ধ জাতি বিনির্মাণে তার প্রভাব ফেলবে।

**সহায়কপঞ্জিঃ**


আখতারুজ্জামান, অধ্যাপক ড. মো. (২০২১)। 'মুখবন্ধ'। *ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ইতিহাস ও ঐতিহ্য* [সম্পা. শরীফ উদ্দিন আহমেদ], ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা। পৃ. ১৫-১৭।

আতাউল্ল্যাহ, মোহাম্মদ (২০২২)। 'বৃটিশ আমলে ফারসি চর্চা ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ফারসি ভাষা ও সাহিত্য বিভাগ প্রতিষ্ঠার প্রেক্ষাপট (১৭৫৭-১৯৪৭)'। *ঢাকা বিশ্ববিদ্যলয় ফারসি বিভাগ ও বাংলাদেশে ফারসি চর্চা* [সম্পা. কে এস সাইফুল ইসলাম খান], ফারসি ভাষা ও সাহিত্য বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা। পৃ. ৮১-১১২।

আবদুর রহিম, মো. (২০২১)। 'রেজিস্ট্রার'। *ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ইতিহাস ও ঐতিহ্য* [সম্পা. শরীফ উদ্দিন আহমেদ], ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা। পৃ. ১৩৮-১৪৪।

আবুল মকসুদ, সৈয়দ। (২০১৭)। *ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ও বাংলাদেশে উচ্চশিক্ষা*। প্রথমা প্রকাশন, ঢাকা।

আবুল মকসুদ, সৈয়দ। (২০২১)। *স্যার ফিলিপ হার্টগ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম উপাচার্য*। প্রথমা প্রকাশন, ঢাকা।

ঈশানী চক্রবর্তী ও আজরিন আফরিন (২০২১)। 'উপাচার্য'। *ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ইতিহাস ও ঐতিহ্য* [সম্পা. শরীফ উদ্দিন আহমেদ], ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা। পৃ. ১০২-১২১।

খান মাহবুব (২০২১)। 'প্রশাসনিক কাঠামো কার্যক্রম ও ক্রমবিকাশ'। *ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ইতিহাস ও ঐতিহ্য* [সম্পা. শরীফ উদ্দিন আহমেদ], ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা। পৃ. ৯১-১০১।

গোলাম রব্বানী, এ কে এম। (২০২১)। 'প্রক্টর'। *ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ইতিহাস ও ঐতিহ্য* [সম্পা. শরীফ উদ্দিন আহমেদ], ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা। পৃ. ১৫৫-১৭০।

বাহাউদ্দিন, মোহাম্মদ। (২০২১)। 'উপ-উপাচার্য'। *ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ইতিহাস ও ঐতিহ্য* [সম্পা. শরীফ উদ্দিন আহমেদ], ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা। পৃ. ১২২-১৩০।

বিশ্বজিৎ ঘোষ [সম্পা.] (২০২১)। *শতবর্ষের আলোয় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়*। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা।

মফিজুর রহমান, এস এম। (২০২১)। 'পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক'। *ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ইতিহাস ও ঐতিহ্য* [সম্পা. শরীফ উদ্দিন আহমেদ], ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা। পৃ. ১৪৫-১৫৪।

*ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় বার্ষিক বিবরণী* ১৯৭০-৭১ থেকে ১৯৭৬-৭৭। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা।

*নথিপত্র: ভাইস চ্যান্সেলর, প্রো-ভাইস চ্যান্সেলর, ট্রেজারার, রেজিস্ট্রার, প্রক্টর, কন্ট্রোলার অব এক্সামিনেশন*। রেকর্ড রুম, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

নূরুর রহমান খান। (২০১১)। 'ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়'। *বাংলাপিডিয়া খণ্ড ৫* [সম্পা. সিরাজুল ইসলাম], বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি, ঢাকা। পৃ. ৩৮৭-৩৯৭।

মেহেদী হাসান। (২০২২)। 'ফারসি ভাষা ও সাহিত্য বিভাগ: ইতিহাস, ঐতিহ্য ও জ্ঞান চর্চার সূতিকাগার'। *ঢাকা বিশ্ববিদ্যলয় ফারসি বিভাগ ও বাংলাদেশে ফারসি চর্চা* [সম্পা. কে এস সাইফুল ইসলাম খান], ফারসি ভাষা ও সাহিত্য বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা। পৃ. ১-৫০।

রতন লাল চক্রবর্ত্তী, ড.। (২০১৫)। *বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় (১৯৪৭-১৯৭১) (দ্বিতীয় খণ্ড)*। দি ইউনিভার্সেল একাডেমি, ঢাকা।

রফিকুল ইসলাম। (২০১২)। *ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ৮০ বছর*। অনন্যা, ঢাকা।

রহমত উল্লাহ, মো.। (২০২১)। 'আইনগত ভিত্তি ও প্রতিষ্ঠা : নাথান কমিটি রিপোর্ট (১৯২১)'। *ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ইতিহাস ও ঐতিহ্য* [সম্পা. শরীফ উদ্দিন আহমেদ], ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা। পৃ. ৫২-৬৪।

শরিফ উল্লাহ্ ভূঁইয়া। (২০২১)। 'ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় আদেশ ১৯৭৩'। *ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ইতিহাস ও ঐতিহ্য* [সম্পা. শরীফ উদ্দিন আহমেদ], ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা। পৃ. ৭৩-৮৮।

সাইফুল ইসলাম, মুহাম্মদ। (২০১৮)। *বৃটিশ আমলের ইতিহাস (১৭৫৭-১৯৪৬)*। কালিকলম প্রকাশনা, ঢাকা।

*Dhaka University Order, 1973*. The Bangladesh Gazette Extraordinary, 13 April, 1999.

Rahim, M. A. (2013). *The history of the University of Dacca*. Dhaka: University of Dacca.

*Report of the Dacca University Committee 1912*. The BL Secretariat Book Depot. Calcutta.

*The Calcutta University Commission Report, 1920* (Vol-4). Chapter XXXIII. The University of Dacca.

*The Dacca University Act, 1920*. (Act No. XVIII of 1920).

*The Dacca University Order, 1973* (President's Onder No || of 1973). The Bangladesh Gazette Extraordinary, 15 February, 1973

*The Dacca University Ordinance* (East Pakistan Ordinance No. XXIII of 1961), The Dacca Gazette, June 29, 1961

*University of Dacca Annual Report for 1921-22* to *1969-70.* University of Dacca, Dacca.

*University of Dacca the Calendar for the year 1921-2, 1922-3 & 1923-4.* Univerity of Dacca. Dacca.

*University of Dhaka The Calendar Part-II* (1997), Published by The University of Dhaka 1997.